ওসমানিয়া লাইব্রেরীর- মস্‌জিদ মার্কা ছহি ছাপা

বোনবিবি জহুরা নামা

কন্যার পুঁথি

আবদুর রহীম সাহেব প্রণীত

৩০নং, মদনমোহন বর্ম্মন ষ্ট্রীট, (মেছুয়াবাজার) 'ওসমানিয়া লাইব্রেরী' হইতে

মোহাম্মদ নুরুল ইস্‌লাম দ্বারা প্রকাশিত

হাজী মোঃ কোরবান আলী সাহেব প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩৮৫ সাল

2.00

মূল্য—১.০০ টাকা।

* এলাহি ভরসা *

বোন বিবির কেরামতি অর্থাৎ বোন বিবি জহরানামা ধেনামৌলে ও দুঃখের পলা

—*—

* হামদ নাত *

সমিল্লা বলিয়া মুখে ধরিনু কলম॥ পয়দা করিল যিনি তামাম
ম * বড় বেহের বান তিনি বান্দার উপরে॥ তার ছানি
আছে দুনিয়ার পরে * জীব জন্তু পয়দা কৈল রকম রকম॥
প্রধান সেই করিল আদম * কেহ দিবা নিশি চলে আতলস
যা॥ ছায়ের করিয়া ফেরে চৌদলে চড়িয়া * কেহ হামেহাল
বেড়ী লাগাইয়া॥ জেহেল খানায় খাটে বেহাল হইয়া *
র সাগরে কেহ নিরবধি ভাসে॥ জনম কাটায় কেহ খাইবার
শে * না চাহিতে কর তরে নানা খাদ্য জোটে॥ কেহ
পেটের দায়ে সারাদিন খাটে * অদৃষ্টের কষ্টে কার অষ্ট
জ্বলে॥ শাহি তক্তে হাসে কেহ মাশুকের কোলে * কেহ
বনে কেন্দে ফেরে রোগে শোগে॥ কেহ খোসে বাগে বাগ
ফুল বাগে * দরিয়া কিনারে কেহ বালাখানা পরে॥ নানান
করে দোস্ত বেরাদরে * হক তালার কেরামতে কি লিখিব
॥ হুশহারা হয় জ্ঞানি করিলে খিয়াল * লাচার হইয়া ছেড়ে
খাতেরে॥ দরুদ সালাম ভেজি নবীর উপরে * আছহাব ইহার
আছেন তেনার॥ সবার জনাবে মেরা সালাম হাজার * মোহাম্মদ
কহে আর পাকজাত॥ রোজ হসরেতে পাই নবর লাফাত*

* কাহিনী আরম্ভ *

পুরাতন ইতিহাস আগে জামানার ॥ শোন যত বেরাদর ব
তাহার * দেওজাত ছিল এক দগুবক্ষ নামে ॥ পণ্ডিত আ
সেই আপন [কওমে * বহু লোক মান্য বড় করিত তাহ
কেমনা বিদ্বান ছিল হরেক প্রকারে * বাদাবনে এসে
করে আপনার ॥ রায়মনী নামে এক জরু ছিল তার * বাদ
বুজরগানে জাহের করিল ॥ সব বাদা বন তার দখল হই
দেও দান ভূত প্রেত ডাকিনী বিস্তর ॥ পিশাচ সায়ত্রিশ
ছেপাই লস্কর * জঙ্গলের বিচে তার রাজত্ব হইল ॥ রায়মনী দে
এক পুত্র প্রসবিল * রাখিল দক্ষিনা রায় নাম তনয়ের ॥ জব
হইল বড় আওলাদ ওেয়ের * দগুবক্ষ যদি মৈত পুত্র রাজ্য
দক্ষিনা রায়ের নাম প্রকাশ হইল * বহু লোকে দিত পুজা ভ
করিয়া ॥ অত্যাচার করে খায় মানুষ ধরিয়া * বাদাবনের মা
দেখা যদি পায় ॥ বাঘের ছুরত হইয়া পাকড়িয়া খায় * রায়
জাত মানুষ খাইতে লাগিল ॥ কেহ তার প্রতিকার করিতে ন
আদম জাপের পরে আল্লা মেঘাবান ॥ আলে॰ল গায়েব তিনি
রহমান * বন বিবী সা জংলিকে ভেজে দুনিয়াতে ॥ হকুম
যাও আঠার ভাটিতে * সে সকল কথা আগে হবে প্রচার ॥
যত দীনদার বয়ান তাহার *

* বনবিবী ও জঙ্গলী সাহার পয়দাসের বয়ান *

পয়ার * এক দেল হথয়া নায় লইয়া আল্লার ॥ শোন
বন বিবী জহরা নামার * বোন বিবী সা জঙ্গলি ভাই ও ব
যেরূপে হইল পয়দা শোনহ মোমিন * এবরাহিম নামে এক ফ
ফকির ॥ মকার বাসিন্দা করে আল্লার জিকির * জওয়ানি
করে ছিল সাদি কাম ॥ কবিলা তাহার ছিল ফল বিবী ন
গৃহ বাস করে সুখে খোসাল অন্তরে ॥ বেটা বেটী পয়দা ন
তার ঘরে * এখাতেরে বিবী খিয়া থাকে পেরেশান ॥ মনের দু
কান্দে হইয়া হয়রান * আল্লাতালা ঘরে মেরা ফরজন্দ না
জেন্দেগীর ফল মেরা নাহিক ফলিল * গোনা করিয়া বুঝি দ
আল্লার ॥ তাই না ফরজন্দ হয় কেহমতে আমার * আ
ম রহে যাবে যাহানেতে ॥ গাছ নাহি শোভা পায় বেগর ফ

বাদে দোয়া মাঙ্গে দরগায় খোদার॥ আয় আল্লা পরওয়া
লেক সবায় * তোমার ফজল হয় আমার উপরে॥ আওলাক
সহ ভুমি অধমের তরে * তাহা বাদে ফুল বিবী কহিল খছমে॥
জ করি যে চলে রছুল করিমে* পয়গম্বর ছাহেবের রওজা
কেতে॥ জিয়ারত করি গিয়া যাইয়া দোহাতে* এতেক কহিয়া
হ মদিনাতে গিয়া॥ রওজা মোবারকে আদবেতে বোছা দিয়া*
নাতে জিয়ারত করিয়া লইল॥ দরুদ ছালাম বাদে আরজ
ল* শুন আয় পয়গম্বর আখেরজ্জামান॥ আমার ফরজন্দ নাহি
পিল রহমান* আপনি করেন দোওয়া দাগাতে আল্লার॥ যাহাতে
ন্দ হয় ঘরেতে আমায়* জরু আর খছমেতে আছি পেরেশান
মার বোজগি হইতে পাইবে আছান * মতলবের বাত এয়ছা
জ করিল॥ রছুল রবেল তাহা জানিতে পারিল* গায়েবী
ওয়াজে দিল জওয়াব তাহার॥ ফরজন্দ বখশিতে নাহি তাকত
র* এ বাতে মালেক আপে রহিম রহমান॥ পুরা যদি করে
দেলের আরমান* তবে যদি এই রাতে না ছাড় আমার॥
কর জিজ্ঞাসা করি বলিব তোমায়* জিবরিল ভাণ্ডারী আছে
হেস্তেখানায়॥ হইবে না হবে ভেদ জানিব তাহায়* ইহা বলে
জ দিলেন বেরাহিমে॥ গেলেন রছুল আপে বেহেস্ত মোকামে*
রিলকে পুছিলেন রছুল রবেল॥ লাড়কা নাহি হয় এবরাহিম
রের* একারণে আইনু আমি নজদিকে তোমার॥ হবে কি
বে দেচে আইস একবার * হজরত জিবরিল তবে রছুলের
॥ আরশের নিচে গিয়া দেখে কেতাবেতে* মালুম পাইয়া
ফিরিয়া আইল॥ হজরত রছুলে সব খুলিয়া কহিল* রছুল
রওজা শরিফে আসিয়া॥ এবরাহিম হাতেফে দিলেন
াইয়া* তোমার আওলাদ লেখা রাছে নসিবেতে॥ লাড়কা
ইবে কভু ফুল বিবীর পেটেতে* তোমাকে দোছরা সাদী করিতে
॥ তবেত সে আল্লাতালা ফরজন্দ বখসিবে* এক বেটা
বেটী নছিবে তোমার॥ লিখিয়াছে আল্লাতালা গোন ভেদ
* এবরাহিম শুনে দেলে বড় খুসি হইল॥ ছালাম তছলিম
জা শরিফে করিল* লেকেন তাহার বিবী হইল বেজার॥ মেরা
লাড়কা না বখশিল পরওয়ার* বিষম কাতর হইয়া মাকানে

রহিল॥ এফকির দোছরা সাদী করিতে চাহিল* লাড়কা না
বিবি তোমার নদরে॥ দোছরা বিবাহ করা চাই মোর তরে*
বাস্তে বিবি তুমি না হাও বেজার॥ এজাজত দেহ মোরে স
করিবার* এবরাহিম হৈতে বিবী শুনে এইবাত॥ কান্দিয়া হয়
হৈল ছেরে মেরে হাত* কহে কি হুকুম আমি দিইব তোম
আমার কপাল ছোট করেছে খোদায়* আটকুড়ি বাজা
সকলি কহিবে॥ কি আর কহিব ছিল আমার নছিবে* তবে
দেহ তুমি আমাকে কারার॥ যে কথা বলিবে মেনে লইবে আম
এবরাহিম কহে তুমি যে কথা কহিবে॥ মানিয়া লইব তাহা এ
জানিবে* যদি নাহি মানি আমি দরগায় খোদার॥ কারার দে
দায়ে হব গোনাগার* বিবী বলে সে কথা এখন না কহিব॥ দর
মফিক আমি তোমাকে বলিব* যখন খায়েস হবে দে
আমার॥ কহিব সে কথা মেনে লইবে আমার* যদি সে ক
মেয়া পুরা না করিবে॥ আল্লার দরগায় শক্ত গোনাগার
তোকাকে হুকুম দিনু সাদী করিবার॥ যাহা চাও তাহা কর
এক্তিয়ার* এবরাহি পাইয়া বিবীর এজাজত॥ আপনার
হইল খোসাল বহুত* সাদী তলাস করে মক্কার সহরে॥
বাকেরা লাড়কি আছে যার ঘরে* সা জলিল নামে এক
আছিল॥ কুঙারী হাছিন এক লাড়কি তার ছিল* আছিল
বিবি নাম সে সে লাড়কির॥ সাদী নাহি দিয়াছিল জলিল ফ
এবরাহিমসা জলিলের মাকানেতে গিয়া॥ সাদীর পয়গাম দিল
ভেজিয়া* সা জালিল শুনে খোস হইয়া দেলেতে॥ কহিতে
বাত এবরাহিম সাথে* সাদীর লায়েক বেটী হয়েছে আমার॥
যদি হয় বিবী পরওয়া নাহি তার* তোমাকে শুপিব বেটী না
ওজর॥ এতেক কহিয়া গেল মহল ভিতর* সাদীর পয়গাম
বেটী ক কহিল॥ হছব নছব তার শোনাইয়া দিল* কহিল
বিবী বাপে আপনার॥ ভালা বুরা জানা নাহি আমার দর
যাহাকে শুপিবে তুমি করিব কবুল॥ মা বাপের কথা নাহি
অদুল* এমন মা বাপ কার নাহি জাহানেতে॥ জানিয়া বে
শুপে জালমের হাতে* অতএব তকদির যাহা লিখেছে
নিশ্চয় জানিবে তাহা রদ নাহি হয়* বেটীর উপরে বাপ আ

ার ॥ সা জলিল শুনে হইল খোসাল হাজার * এখবর এবরাহিম
করে কহিল ॥ ভরসা পাইয়া মর্দ্দ শোকর ভেজিল * কহে
হাম্মদ মুনসা জনাবে সবার ॥ ভুরশুট কামপুরে বসতী আমার *
দারাজতুলা জান আমার ওয়ালেদ ॥ আল্লাতালা পুরা করে
র মকছেদ *

গুলাল বিবীর সহিত এবরাহিম ফকিরের সাদীর বয়ান *

পয়ার * জলিল ফকির সাহা খুসিতে ভরিয়া ॥ সাদীর লগন
আমদে মাতিয়া * পড়শী রইছ লোকে খানা খেলাইল ॥
রাহিম ফকিরকে বর সাজাইল * নেকা ছানি পড়াইতে কাজি
ইয়া ॥ বরের মইফেলে সবে বসিল আসিয়া * গুলাল বিবীকে
ন সাজাইল ॥ এজেন লইয়া সাদী পড়াইয়া দিল * মহর
জ্জল নির্সাফ করিল আদায় ॥ সাবী মোবারক বাদি দিল সবে
মোনজাত করে কাজি হাত উঠাইয়া ॥ আমিন আমিন কহে
ল মিলিয়া * গুলাল বিবীর সাথে যদি কাম হইল ॥ রহুম দস্তুর
তামাম সারিল * আপন এগানা যত হইল বিদায় ॥ থোড়া দিন
রাহিম থাকিয়া সেথায় * বিবিকে লইয়া গেল ডেরে আপনার ॥
দিবী দেখে হইল বহত বেজার * কি করিবে লাচারিতে রহে
সিয়া ॥ এবরাহিম দেখে শুনে বুঝিতে পারিয়া * দুজনকে রাখিয়া
ন দুই ঘরে ॥ এক বরাবর দেখে দোহাক ॥নছরে * ফারাক না
রহে ঘরে দুজনার ॥ যোগায় দোহার মন না করে বেজার *
মহব্বতে করে খুসিতে গোজরান ॥ কোন বাতে কারে নাহি করে
শান * ফকিরি কামেতে তার আদত আছিল ॥ খুসি
লিতে কতদিন গোজারিল * জপিয়া আল্লার নাম তাজা করে
তামাসা করিল পয়দা রহিম রহমান * বোন বিবী সা জলি
ত আছিল ॥ তাহাদিগে আল্যাতালা হকুম করিল * এবরাহিম
আছে মক্কা শরীফেতে ॥ এক বিবী আছে গুলাল
ত * পয়দা হও গিয়া গুলাল বিবীর সেকমে ॥ বোন বিবী সা
খোদার হকুমে * আগেতে আদায় করে ছেজদা শোকর ॥
আল্যা যাব মোরা দুনিয়া ভিতর * ভাই বোন সরম না পাই
হাতে ॥ খোদাই মোদত মোরা চাই হর হাতে * তোমা ছেওয়া
কেবা করিতে উদ্ধার ॥ মছিবতে চাই আল্যা মদত তোমার *

জনম লইতে আইল মায়ের উদরে ॥ গুলাল বিবীর পেটে ফাঁ
ঘরে * একদিন এবরাহিম ফকির খুসিতে ॥ গুলাল বিবীর সাথে মে
মহব্বতে * আবেমনি রেহেমেতে কায়ার পাইল ॥ বোন বিবী
জঙ্গলি জনম লইল * দুইতিন মাস গুজারিল তা বাদেতে ॥ গ
সঞ্চার বিবী জানিল দেলেতে * এবরাহিম এবরাহিম ফগিরে সে
শুনাইল বারদার হৈল শুনে খুসিতে ভরিল * খোদার দরগায়
শোকরানা ॥ কহে মুন্সী মোহাম্মদ ভাবিয়া রব্বানা *

—**—

ত্রিপদী * বিন্দু পানি তিন মাসে, জানা যায় অনায়াসে, ক্রমে
রক্তে সঞ্চার ॥ একশও বিশ দিন, পরে পুথলির চিন, আয়া ক
কুদরতে আল্যার * সে সব খোদার খেলা, মাস পিণ্ড রগ লালা,
মুখ চক্ষু আদি কান ॥ হাত পা আঙ্গুল মাথা, আবশ্যক যাহা
সব হয় কুদরতে ছোবহান * জোড় লাগে হাড় হাড়ে, করে
নড়া চড়া, হড়া মরে পেটের ভিতর ॥ যে হালে সেকমে থ
আল্যা তালা দেখা রাখে, কেবা তার জনে সে খবর * এমনি কু
আর, সেই অন্ধকার, নাই পারে হইতে বাহির ॥ আঠার চি
খোদা, অজুদ করিল পয়দা, শুপে ভেজে পহেলাতে শির *
হইতে করি, নাই আছে এক্তিয়ার, ইচছা মত করিতে বাহার ॥
মাত হইলে পুরা, [illegible]টায় চক্ষের তারা, বার হয় হুকুমে খোদার *

গুলাল বিবীকে বনবাস দিবার বয়ান *

পয়ার বন বিবী সা জঙ্গলি উদরে মায়ের ॥ দিনে দিনে
দোন কুদরতে রবের * দশমাস যে সময় পুরা হয়ে আ
ফুল বিবী এবরাহিমে বলিতে লাগিল * গোজেস্তার বাত
বলি আপনারে ॥ দিয়াছ সাদীর আগে কায়রার আমারে *
করেম পুরা এবে সে কারার ॥ হইয়াছে সে কথার এখন দরক
ফকির বলিল বিবী কিবা চাও তুমি ॥ ফুল বিবী বলে দেহ যাহা
আমি * বনবাস দেহ তুমি গুলাল বিবারে ॥ শুনে এবরাহিম
হাত মারে ছেরে * একথা শুনিয়া ছেরে ঝনঝনা গিরিল ॥
হায় একি দায় কপালে ঘটিল * আপনাকে বন্দ আছি ক

বীর॥ কি করিব কোথা যাব কি করি ফিকির * বুড়া কালে সাদী
নু অনেক দুক্ষেতে॥ হামেল হইল বিবী খোদার রহমতে *
লেতে হইল আশা আওলাদ হবার॥ খুসি দেলে দুক্ষ ঘটে নছিবে
মার * কেমনে এ হালে তাকে বনবাস দিব॥ খোদার হুজুরে
ান মুখ দেখাইব * এ বাতে বেজার হবে পরওয়ার দেপার॥ দুর
বিবী খেয়াল এ কথার * জান যদি চাও আমি দিইব বদলে॥
আমি বনবাস না দিব গুলালে * হামেলের মুদ্দত তার নজদিগে
ইল॥ এক যারা দেলে তেরা রহম না হইল * না আছে রহম
া কসায়ের দেল॥ বিনা তেগে চাহ মোরে করিতে ঘায়েল *
মি না বাচিব তারে দিয়া বনবাস॥ আজ হইতে উঠে গেল
ন্দেগীর আশ * সতীনের জ্বালা এত হইল তোমার॥ তাহার
টেতে বাচচা আছেত আমার * এক যারা দেলে তেরা নাহি দয়া
॥ খুন করিবারে চাও কারায় লইয়া * না বুঝিয়া কারার দিয়াছি
আমি॥ মাফ কর বিবী আর কিছু চাও তুমি * ফুল বিবী নাই
চাইল এর ছেওয়া॥ কারারে খালাস হও বনবাস দিয়া * হাজার
জন জেনে খোদাতালাকে॥ ছাফ দেলে দিলে তুমি কারার
াকে * এখন সে বাত চাহ অদুল করিতে॥ কি জওয়াব দিবে
খোদার দরগাতে * এবরাহিম ফকির যদি শুনে এ প্রকার॥
ল দেলে ভাবা গোনা করে আপনারা * কেমনে বিবীকে আমি বনের
তে॥ রেখে আসি একাকিনী দুঃখিনীর তরে * অবলা মা
ন ছল চাতুরী কেমন॥ ফুল বিবী হইল এর জানের দুসমন *
ঘপে ভাবাগুনা বহুত করিয়া॥ গুলাল বিবীকে কহে কান্দিয়া
দয়া * দর্দ্দি দেলে কহে শোন পিয়ারী আমার॥ খালাছের
ক তেরা কে হবে মদদগার * না আছে আমার কেহ ম্যতারি
ন॥ আসিয়া পৌছিবে যবে খালাসের দিন * সে দুঃখে শরিফ
হইবে তোমার॥ ফুল বিবী তেরা পরে আছেত বেজার *
াকে উচিত হয় তোমাকে লইয়া॥ তেরা মা বাপের ঘরে দিই
খাইয়া * গমের পরিফ হবে মাতারি তোমার॥ ভাবনা আন্দেসা
না রবে আমার * শুনিয়া গুলাল বিবী কহিল এয়ছাই॥ তরা
ন চাহে যেয়ছা কর তুমি ভাই * চলিতে না পারি আমি বে রায়ে
থার॥ যেখানেতে চাহ রাখ তেরা এক্তেয়ার * এতেক কহিয়া

পর দিন ফজরেতে॥ এরাহিম গুলাল বিবীকে লিয়া সাতে
জঙ্গলের ভরফেতে রওয়ানা হইল॥ আগেআগে এবরাহিম যাই
লাগিল * গিছেতে গুলাল বিবী যায় ধীরে ধীরে॥ বনকাস দি
যায় না জানে অন্তরে * মা বাপের বাড়া যাব মনে ভেবে য
ফকির আপন দেলে করে হায় হায় * কেমনে কমনে হালে রা
কনেতে॥ আপনার জান লিয়া যাইব ঘরেতে * এই মছিবেতে ত
তুমি মেহেরবান॥ কেমনে বুকেতে আমি ধরিব পাষাণ * এবর
আগে চলে এরূপ ভাবিয়া॥ শিছে শিছে যায় বিবী কাতর হইয়া *
জঙ্গলে বিচে যাইয়া পৌছিল॥ এবরাহিমে বিবী এয়ছা কহি
লাগিল * কহ তুমি রাহা ভুলে আসিলে কোথায়॥ ঠিকানা না
কিছু জানা নাহি যায় * এবরাহিম কহে শুন পিয়ারা আমার॥ ন
আসরফে হজরত আলীর মাজার * সেখানেতে জিয়ারত ক
লইব॥ বাদে তোমার মা বাপের ঘরেতে পৌছিব * সাদীর আগে
ছিল মান্নাত আমার॥ কবিলা আমার যবে হবে বরদার * [জিয়া
যাব হজরত আলি রওজয়॥ নজদিগে পৌছিলে হবে মা
আদায় * খথমের বাত্ত বিবী এতবার করিয়া॥ [চলিতে না পারে ি
থোড়া দুর গিয়া * হাটিয়া বিবীর পেটে দরদ ধরিল॥ এক
তলে বিবী যাইয়া বসিল * আরামের তরে তবে আচল পাতি
কাতরেতে গাছতলে রহিল শুইয়া * কহিতে লাগিল আর চা
না পারি॥ পেটেতে আমার দর্দ্দ ধরিয়াছে ভারি॥ এ বাত্ত বা
আল্লা নবি নাম লিয়া॥ সেই গাছতলে বিবী রহিল শুইয়া * ব
নরম ছাওয়া শুস্তি হইল জানে॥ আরাম পাইয়া ঘুমাইল অচেতে
মানুষের গমাগম সেখানে না ছিল॥ এবরাহিম দেলে দেলে ভা
লাগিল * বিবীকে রাখিয়া তবে এই বিয়া বনে॥ দুঃখিনীকে
যাই একেলা ওতনে * এয়ছা ভেবে তিনবার বিবীকে ডাকি
ঘুমে অচেতন ছিল জওয়াব না দিল * কহে আল্লা নাহি এতে অ
জওয়াব॥ তিনবার ছাকিলাম না দিল জওয়াব * এতেক কহিয়া
ছেড়ে দয়া মায়া বনবাস দিয়া ঘরে আসিল ফিরিয়া * বুকে
পাথর দিয়া আইল ঘরেতে॥ ফুল বিবী রহেন খছল খেদমতে
হেথায় গুলাল ছিল শুয়ে গাছতলে॥ নিন্দ ছুটে গেল তার
চক্ষু মেলে * জাগিয়া দেখেন তবে খেয়াল করিয়া॥ এবরাহিম

াগে গিয়াছে চলিয়া * চারিদিকে চায় বিবী হয়ে বেকারার ॥
ছমেরে না দেখিয়া কান্দে জার জার * দুনিয়া আন্ধার তার হইল
স অক্তে ॥ ভাবিতে লাগিল দুক্ষু আছে মোর বক্তে * খছম আমার
ত ভালবাসা ছিল ॥ নিদয় হইয়া মোরে বনবাস দিল * কত
তে ভুলাইয়া চাতুরি করিয়া ॥ কেমনেতে গেল প্রিয়া একেলা
খিয়া * বাঘে কি ভালুকে খাবে মনে না করিল ॥ কঠিন হৃদয় একা
খিয়া ভাগিল * আছিল সময় কালে কোলেজার খুন ॥ এ হালে
ফলিল ফাকে যেমন দুস্মন * বুঝিনু এ দুনিয়াতে কেহ কার নয় ॥
ল্লা ছেওয়া আর কেহ নাহি দয়াময় * মেহায়েত দয়াবান উপরে
ন্দার খোদার ছেওয়ায় নাহি আছে মদদগার * ইহা বলে হাত
লে কান্দিতে কান্দিতে ॥ মোনাজাত করে বিবী দরগা বারিতে *
ায় আল্লা পাকজাত রহিম রহমান ॥ দয়ার সাগর তুমি পাক
াবহান * তোমা বিনে কেহ নাই মেরাজজলেতে ॥ বিপদে পড়েছি
ল্লা ত্বরাও মছিবতে * তোমার ছেওয়ায় নাহি মাবুদ দোছরা ॥
ম আমার ছিল জানের পিয়ারা * যে যদি ছাড়িয়া গেল হইয়া
দয় ॥ এখন লইনু আল্লা তোমার আশ্রয় * রাখ মার যাহা কর
য়া এক্তিয়ার ॥ মছিমাত্ত মেহেরবান হও পরওয়ার * মোনাজাত
রে এয়ছা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ বেহস হইয়া রহে ছেজদায় যাইয়া *
লু দয়ার সিন্ধু দাতা দয়াময় ॥ অধম তারণ কর্ত্তা এলাহি নিশ্চয় *
হেরবান হৈল আল্যা বিবীর রোদনে ॥ হুকুম রব্বানি হৈল হর চারি-
নে * যেখানে গুলাল বিবী পড়িয়া আছিল ॥ চারিজনা হর সেথা
সিয়া পৌছিল * আসে পাশে খাড়া হৈল বিবীকে ঘিরিয়া ॥ হস
তে দেখে বিবী নজর করিয়া * দেখিয়া গুলাল বিবী পোছে
সবায় ॥ কোথা থাক কি কামেতে আইলে হেথায় * হরগণ
ল থাকি এই বিয়াবনে ॥ তোমার মদদে আইনু আল্যার ফরমানে
মরা রহিব তেরা সঙ্গেতে মিলিয়া ॥ আন্দেসা না কর তুমি রহ
ল হইয়া * খাওয়া ও পরার কিছু না ছিল ভাবনা ॥ বিবীকে
লায় এনে বেহেস্তের খানা * হামেলের মুদ্দত তার তামাম হইল ॥
মাস দশ দিন যবে গোজারিল * খালাসের দরদ উঠিল পেটে
র ॥ গড়াগড়ি যায় বিবী হইয়া বেকারার * হরগণ কহে বিবী
বানবিবি,

না হও কাতর॥ আল্লার ফজল হবে তোমার উপর * ছবর কর
থোড়া বাকি আছে দের॥ এখনি ইালাস হবে না পাইবে টের *
এরূপ ভরসা দে। বসিয়া কাছেতে॥ যোন বিবী তওয়াল্লাদ হৈল
সে সমেত * জমিন উপরে গেরে হুকুমে আল্লার॥ সা জঙ্গলি
তওয়াল্লাদ হৈল বাদে তার * যোন বিবী সা জঙ্গলি এক গর্ভে ছিল।
আল্লার হুকুমে দোন তাওল্যাদ হইল * দেখিয়া গোলাল বিবী খুসিতে
ভরিল॥ দুঃখ পাশরিয়া বেটা বেটী কোলে নিল * বেটা বেটী দু
জনে কোলেতে লইয়া॥ দেখিতে আছিল মুখ খেয়াল করিয়া *
লাড়কা কোলে লিয়া দুধ পেলাইতে ছিল॥ সেই চার ছুর গি
বেহেস্তে পৌছিল * তাহা বাদে ছরগণে দেখিতে না পায়॥ মনে
ভাবিল গেছে আপন জায়গায় * পাঠাইয়া ছিল আল্যা মদদে আমার
খালাছ হৈনু তাইনা রহিল আর * ইহা ভেবে দুই লাড়কা কোলেতে
করিয়া॥ ভাবিল কোথায় যাব এখান থাকিয়া * ফের দেলে দে
এয়ছা ভাবে আপনার॥ দুই লাড়কা রেখে এই বনের মাঝার * যা
আমি কোন দিকে না সহিব জ্বালা॥ লাড়কাদের নেঘাবান র
আল্যাতালা * দেলেতে গুলাল বিবী একথা ভাবিয়া॥ চাহে
চলিয়া যায় দু লাড়কা ফেলিয়া * হরিণ আসিয়া এক তেমন সময়
জবান খুলিয়া কথা বিবীকে শুনায় * চাঁদের ছুরত ছেলে ধরি
পেটেতে॥ দয়া নাহি হয় রেখে যাইতে বনেতে * নির্দ্দয় তোম
মত নাহি আছে আর॥ কেমনে ভুলিয়া রবে মায়া লাড়কার
এক বাচচা ছিল মোর গিয়াছে মরিয়া। মরা বাচচা লিয়া ফি
কান্দিয়া ২ * জঙ্গলি জানওয়ার আমি ঘাস পাতা খাই॥ তুমি
এনছান জাত দয়া মায়া নাই * এইরূপে বলিয়া সে হরিণ গেল চ
ভাবে আমি কেমনে পালিব দুইজনে * কোথা যাব কেমনে
পালন করিব॥ জঙ্গলেতে কি খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব * বেটী
রাখিয়া আমি বেটাকে লইয়া॥ এখান হইতে হইতে আমি যাই
চলিয়া * জঙ্গলের বিচে কোথা পাইব খোরাক॥ দুই বাচ
লিয়া বনে হইব হালাক * হর হালে নেঘাবান আল্যা কারসাজ
চাহে রাখে মারে সেই পাক বেনিয়াজ * হায়াত থাকিলে বা
বাচিয়া রহিবে॥ আলবাত্তা মদদগার মদদ করিবে * এতে
ভাবিয়া বেটা লাড়কা লিয়া কোলে॥ বেটীকে রাখিয়া বনে এ

বাগে চলে * বোন বিবী জঙ্গলেতে পড়িয়া রহিল॥ সা জংলিকে
লিয়া বিবী রওনা হইল * লাড়কা লিয়া বনে বনে বেড়ায় ঘুমিয়া॥
ছুকা ফাকা হৈয়া ক্ষেয়ে কাতর হৈয়া * জঙ্গলের ফল খেয়ে পরাণ
বাচায়॥ এইরূপে কত দিন গোজারিয়া যায় * বোন বিবী রহে
বনে একেলা পড়িয়া॥ মা তাহার ফেলে গেল নিদয় হইয়া *
বোন বিবী পরে আল্যা হৈল মেহেরবান। বনের হরিণে হৈল এই
ফরমান * পেলাও লাড়কিরে দুধ সকল হরিণ॥ খবরদার দাগা না
করিবে কোন দিন * সকল হরিণ মিলে পালন করিবে॥ দিন রাতে
নেঘাবানি করিতে থাকিবে * হরিণ সকলে পেয়ে আল্যার ফরমান॥
জঙ্গলায় আসিয়া দুধ রহে নেঘাবান * এইরূপে বোনবিবী সা জঙ্গলি
র॥ পরওয়ারেশ হয় এয়ছা কুদরতে খোদার *

বোন বিবী ও জঙ্গলি সা মা বাপ হইতে বিদায় হইয়া মদিনা
শরিফে মুরিদ হইতে যাইবার বয়ান *

পয়ার * বনের হরিণ যত খোদার ফরমানে॥ বোন বিবীকে
পরওয়ারেশ করে সেই বনে * বেহেস্তে হুর এসে কোলেতে
করিয়া॥ মায়ের মাফিক তোষে লিয়া টলাইয়া * মেওয়াজাত
জঙ্গলেতে যেথা যাহা পায়॥ যতন করিয়া বোন বিবীকে খেলায়*
মায় সে গুলাল বিবীসা জঙ্গলিকে লিয়া॥ বনে বনে মসিবতে বেড়ায়
ফিরিয়া * জঙ্গলেতে ফল আদি যেখানে পাইত॥ সেই ফল
দিয়া জঙ্গলিকে খেলাইত * বোনবিবী সা জঙ্গলী এক সেকমেতে॥
জুদা হৈয়া জুদা হৈল খোদার কুদরতে * জুদা জুদা ভাই বহিন
পরওয়ারেশ হৈল॥ কেহ কার সাথে দেখা শোনা নাহি ছিল * ক্রমে
ক্রমে সাত সাল গেল গোজারিয়া॥ হুকুম করিল দোহে খালেক
বারিয়া * বাদা বনে যাও দোহে ভাটির সহরে॥ এয়ছাই হুকুম
হৈল ভাই বহিনেরে * রবের হুকুম এয়ছা দুজনাকে হৈল॥ এবরাহিম
ফকিরের বিবরণ আইল * গুলাল বিবীকে মর্দ্দ ইয়াদ করিয়া॥ বহত
কান্দিয়া সেই দরদ ভরিয়া * ফুল বিবীর তরে তখন কহে এ প্রকার
দিন হইল পুরা কয়ার তোমার * গুলাল বিবীকে রেখে আইনু
জঙ্গলেতে। কি হইল সমাচার না পাই শুনিতে * বেগর
কসুরে তাকে বনবাস দিনু॥ আছে কি মরিয়া গেছে তল্যাস না

লিনু * করিনু গোনার কাম খাতেরে তোমার ॥ এখন যাইব আ
তালাসে তাহার * কি জওয়াব দিব আমি খোদার দরগাতে ॥ এ
তুমি রহ বিবী আপনা ঘরেতে * তালাশেতে যাব আমি গুলা
বিবীর ॥ ইহা বলে ঘর হইতে হইল বাহির * রেখে এসে ছি
যেথা গুলাল বিবীকে ॥ এবরাহিম তললাসে চলিল সেই দিকে
ঢুড়িয়া ঢুড়িয়া ফেরে তামাম জঙ্গলে ॥ মোলাকাত নাহি পায় কা
দেলে দেলে * গোজারে বহুত দিন ঢুড়িয়া না পায় ॥ তাহা হই
আগুপানে তলাশেতে যায় * দেখে এক গাছ তলে লাড়কা
লইয়া ॥ হেট ছেরে পেরেশান আছেন বসিয়া * মদদগার আ
ছেওয়া কেহ নাহি ছিল ॥ গুলাল বিবীকে দেখে চিনিতে পারিল
কান্দিতে কান্দিতে গেল নজদিকে বিবীর ॥ চিনিতে পারিল বি
খছম খাতির * হাত ধরে এবরাহিম কান্দিতে লাগিল ॥ ক
গুজারিল তকদিরেতে যাহা ছিল * নছিবের লেখা যাহা না
খন্দন ॥ মাফ কর বিবী সেই কছুর এখন * বনে বনে আমি তু
বেড়াই ঢুড়িয়া ॥ কোনখানে না পাইনু উদ্দেগ করিয়া * যা হ
হইয়াছে চারা কিছু নাই ॥ উঠ বিবী চল এবে মকামেতে যাই
বিবী বলে চাতুরী করিতে কেন আইলে ॥ আমি খুব জানি যাহা আ
তেরা দেলে * লইয়া আললার নাম জঙ্গলে রহিব ॥ জেন্দে
থাকিতে নাহি আলাপ করিব * তোমার সহিত মেরা না আ
দরকার ॥ দুঃখে সুখে হয়হালে এলাহি মোক্তার * মায়া দ
কিছু নাহি তোমার দেলেতে ॥ খছম হইয়া দেয় জরুকে বনেতে
হজরত আদম হাওয়া হইতে জুদা হইয়া ॥ মুদত কান্দিয়া ছি
খিদার লাগিয়া * সেকমেতে লাড়কা মেরা মেরা তেমন হালেতে ॥ বে
মোনাছেবে দিলে আমাকে বনেতে * ফুল বিবী ভালবা
তাহাকে লইয়া ॥ গৃহবাস কর সুখে ঘরেতে যাইয়া * পয়দা হ
ছিনু আমি ঘরে ফকিরের ॥ বনেতে রাহব ঘর আমার কিসে
ঝালাইতে আসিয়াছ নুতন পিরীত ॥ ফের কোন দিন ঘটাই
বিপরীত * তুমিত খছম মেরা না হও আমার ॥ তোমার সহি
মেরা না আছে দরকার * যে দিনেতে বনবাস দিয়াছ আমা
সেই হইতে রেস্তা নাহি আমার তোমার * এবরাহিম শুনে কত ত
করিল ॥ কপালের লেখা যাহা তাহা গোজারিল * শাপ নাহি

বী আমার খাত্তেরে॥ লাড়কাকে লইয়া এবে চল যাই ঘরে *
বীকে সান্তনা করে হরেক ছুরাতে॥ আখেরে হইল রাজি মাকানে
ইতে * শা জঙ্গলি সাথে লিয়া বন হইতে যায়॥ দেখনা
মাসা পয়দা করিল খোদায় * বোন বিবী ছিল সেই জঙ্গল
ার॥ জংলিকে ঘরে লিয়া যায় বাপ তার * শা জংলিকে কেঁকে
ল কোথা যাও ভাই॥ মা বাপের সাথে যাওয়া আবশ্যক নাই *
দা হইনু দোন এক সেকমেতে॥ আমাকে ছাড়িয়া কোথা
ও কার সাথে * আঠার ভাটিতে যেতে হবে আমাদের॥
দার হুকুম এয়ছা আমাদের পরে * আমাদের জহুরা জাহের
থা হবে॥ খবরদার মা বাপের সাছে সাথে না যাইবে * এই বাত
জঙ্গলি যখন শুনিল॥ মাতারির কোল হইতে তখনি নামিল *
সিয়া পৌছিল বোন বিবী সেইখানে॥ কতদিনে মেলে ভাই
ন দুজনে * তাহা বাদে বুঝাইয়া মা বাপেরে কহে॥ তোমরা
তে যাহ ছেরে আমা দোহে * বাদা বনে যাব মোরা হুকুমে
ার॥ সে কারণে পয়দা হইনু ঘরেতে তোমার * মুরশিদ ধরিব
া মদিনাতে গিয়া শুনিয়া গুলাল বিবী কান্দিয়া কান্দিয়া *
হল তোমরা হইলে আমার উদরে॥ আর কেহ নাহি মেরা দুনিয়া
রে * জাকান্দানি অক্তে এক কলেমা পড়াইবে মউতের বাদে
র কাফন কেবা দিবে * মা বাপ এরূপে দোহে বহুত কহিল
ক ছাহ করিয়া কত কান্দিতে লাগিল * বোন বিবী মা বাপের
ায় বহুত॥ দেলে না করিবে আমাদের মহব্বত * আল্লার হুকুম
আমলে আনিব॥ মহব্বতে ভুলিয়া না থাকিতে পারিব * মা
ার বিদায় করিল এরূপেতে॥ মদিনা শরিফে চলে মুরিদ হইতে
াল বিবীকে এবরাহিম সাথে লিয়া॥ মন দুক্ষে মাকানেতে রহিল
য়া * বোন বিবী শা জঙ্গলি ভাই বহিনেতে॥ কত দিন বাদে
পৌছে মদিনাতে * নবীর আওলাদ এক কামেল আছিল॥
ার নিকটে গিয়া মুরিদ হইল ও ভাই ও বহিন দোহে মুরিদ
া॥ মারফত কালাম সব লইল শিখিয়া * তাহা বাদে নবীর
ায় গিয়া দোহে॥ দরুদ ছালাম ভেজে কয় রোজ রহে * তাহা
জেন্নাতল বাকিয়াতে গিয়া॥ ফাতেমা বিবী রওজা শরিফে
ছিয়া * জিয়ারত করে কেন্দে হইল আখেরে॥ সখা হও মা

জননী পরে আমাদের * যোনে কিবা য়নে নাই পাই খেজালত
ভাই বহিনের পরে থাকিবে মদত * আর দোওয়া করিবেন হা
আমাদের ॥ আর কার হাতে যেন নাহি হই জের * গোর হই
গায়েবি আওয়াজ নিকালিল ॥ বোন বিবী শা জঙ্গলিকে এরূপ কা
খোদার মদদ চাহ শুনহ খবর ॥ আঠার ভাটিতে দোহে য
তৎপর * আল্লাপাক তোমাদের কাছে মদদগার ॥ পয়দা করিয়া
জাত আঠার হাজার * তাহা সবাকার মা হইয়া আছি আ
মা হইবে আঠার ভাটির তেয়ছা তুমি * মস্কিলে পড়িয়া যে
ডাকিবে তোমায় ॥ উদ্ধার করিবে তাকে ভাবিয়া খোদায় * ক
বোন বিবী আমি করিনু একবার ॥ তুমি দয়াবান থাকো উপরে আম
ইহা বলে ফাতেমার রওজা শরিফেতে ॥ কয়দিন সেখানে র
জিয়ারতে * তাহা বাদে ভাটি পানে হলেন রওয়ানা ॥ কহে হ
করিবার ভাবিয়া রবানা *

* বোন বিবী ও সা জঙ্গলি মদিনা হইতে বোনে
আসিবার বয়ান *

পয়ার * বোন বিবী শাহা জঙ্গলি করে জিয়ারাত ॥ ভাই ব
সেথা হইতে হলেন রোখছত * নবীর রওজায় ফের যাইয়া পৌঁ
দরূদ ছালাম দোহে বহুত ভেজিল * তাহা বাদে বোন বিবী
বহিনেতে ॥ খোলাফত চাহিতে লাগিল নবী হইতে * গা
থাকিয়া খেলকা টুপি দোহে দিল ॥ চুমিয়া সে এনায়েত হাতে তু
লিল * ছালাম তছলিম লিল আদায় করিয়া ॥ লোটা সোটা খেল
টুপী তছবি হাতে লিয়া * রওজা মোবারক হইতে হইয়া বিদ
পরে ভাই বহিনেতে বাদা বনে যায় * বোন বিব জঙ্গলিকে কি
লাগিল ॥ চল ভাই আল্যা এবে মেহের বান হইল * ভয় করে কি
নাহি ভয় কর আর ॥ যাই চল ফাটি মধ্যে মদদে আল্যার * যা
শহর হইতে যায় নেকালিয়া ॥ কত দিনে হিন্দুস্থানে পৌছিল যা
গঙ্গা নদী পার হইয়া দেল খোসালিতে ॥ দোও গাও গাও চলে বা
হাসিতে * পৌছিল ভাঙড় শাহা আছিল যেথায় ॥ বোন বিবী
জঙ্গলিকে তাজিমে বসায় * আজিজ করিয়া এয়ছা কহিতে লা
কহ কোথা হইতে এখানে আসা হইল * চিনিতে না পারি খ
দেহ পরিচয় ॥ বিবী বলে ভাই বহিন মোরা দু-জনায় * ম

র হইতে পৌছিনু আসিয়া॥ রছুলের রওজা হইতে খেলাফত া॥ রওজা হইতে খেলকা টুপী আতা করমাইল॥ জায়গীর ঠার ভাটি এনায়েত হইল * বাদা বন বাব মোরা সেই হুজরেতে হাইরা দেহ বাব কোন তরফেতে * কহেন ভাঙ্গড় শাহা শুন া মন॥ এইত ভাটির দেশ আইল এখন * নামেতে দক্ষিণা ঈশ্বর ভাটির॥ এসব জঙ্গল জান তোমার জায়গীর * দুস্মন ড় জুড়ে বহুত আছয়॥ বসেছে মধুর হাট যেথায় সেথায় * ইয়া এ সব তুলে ডাল পহেলাতে॥ দখল হইবে দেশ জানিবে লেতে * চান্দ খালি রায় মঙ্গল শিবাদহ আর॥ প্রথমে এ সব ঠাই র এক্তিয়ার * তা বাদে জুড়িতে গিয়া আসন করিবে॥ সেথা তে খবরদার আগে না বাড়িবে * চান্দ খালি বিচে চান্দ আছে খানেতে॥ ওয়াকেফ হইবে গিয়া তার নিকটেতে * আকার নক তক অমল তেনার॥ আপনারা সেথানে না যাইবে জেন- র * শাহা ভাঙ্গড় হকিকত শুনাইল যত। বোন বিবী শুনে সব া অবগত * বোন বিবী সেথা হইতে বিদায় হইল॥ অধম দক মুনশী পয়ারে রচিল *

* বোন বিবী ভাটির দেশে রায়মণীর সহিত জঙ্গ করিবার বয়ান *

ত্রিপদী * ভাঙড়ে ভাঙ্গড় শাহা, ওশাকেফ আছিল যাহা, বিবীকে াম বাতাইল॥ বোন বিবী সেথা হইতে, জঙ্গলি শাকে লিয়া সাথে । বনে দাখিল হইল * প্রথমে জুড়িতে আইল, আসন করিয়া নামাজ আদায় করিবারে॥ আজান কোকারে জংগলি, যেয়ছা ল বিজলি, দক্ষিণা রায় পাইল শুনিবারে * আজানের আওয়া- তে, গিরি যায় জমিনেতে কহে খাত বীর মনে মনে॥ কিসের ওয়াজ এয়ছা, বাদল গরজে যেয়ছা জেনে আইস গিয়া বাদাবনে াম বন্ধ আইলে, হাকে নাহি কোনকালে, আসিয়াছে দোছরা ার॥ ভাগাইয়া দেহ তাকে, কোথা হইতে এসে হাকে নাহি সীমানা আমার * রায়ের হুকুম লিয়া, চেলাগণ বনে গিয়াদেখে বসিয়া আসনে॥ ছেরে টুপী জুব্বা গায়, তছবি জপে দুজনায় া এক গাড়িয়া ছামনে * চেলা যদি দেখে দোহে, দুরে খাড়া

হয়ে রহে, একা একা নজদিগে না যায়॥ ডরে যায় পালাইয়া, রায়ে
হুজুরে গিয়া, সারা হাল রায়কে শোনায় * এক মর্দ্দ এক বি
কি কব দোছরা ছবি, রূপে বোন হয়েছে উজ্জালা॥ বদনে মেলে
থাক, বন্ধ করে তুই আঁখ, ওছবি হাতে বালে আল্লা আল্লা * খ
শুনিয়া এয়ছা, আগ হেন জ্বলে যেয়ছ, আপনার মন্ত্রিকে থাকিয়া
বলে মেরা বাদাবনে, ওর আসা কি কারণে, ইহাদের দেহ ভাগাই
দেও দানা ভুত যারা, মেরা তাবেদার তারা, ডেকে আন যাই
লড়িতে॥ ভাটিতে আইল জোরে, দেখিব কেমন তারে, লড়াই করি
তার সাথে * গোছার দক্ষিণ রায়, আপনি সাসিয়া যায়, দেও দান
যত সাথে লইয়া॥ দক্ষিণ রায়ের মাতা যিনি, নাম তার রায়মনি
যুদ্ধের সংবাদ সে পাইয়া * এসে বলে বেটা তুমি, লড়াইতে যা
আমি, আওয়তের সাথে না লড়িবে॥ কপালেতে আছে যাহা, আর
হইবে তাহা, হেরে আইলে অক্ষ্যাতি হইবে * তুমি কথা রাখ মে
য়ানে হানি হবে তারা, তুমি থাক আমি যুদ্ধে যাই॥ কহে এয়
রায়মণী খেতি নাই হারি যিনি, তোমাকে যাতে দিব না
রায়মণী সজ্জা করে, দেও দানব সাম ভাবে, যুদ্ধে যেতে রওয়া
হইল॥দেও হেন সাজে দুত, কালো কালো যত ভুত, দেড় লক্ষ সোমা
করিল * দেওগণ হাতে লাঠি, কুহকি সাড়ত্রিশ কোটি, সেজে
মাথা এলো করি॥ রায়মণী তা বাদেতে, অস্ত্র সস্ত্র লিয়া হ
লড়িতে চলিল দম্ভ করি * রথে আরোহণ হইয়া, যায় কড়া বা
ইয়া, মহা শব্দে জুড়ি মধ্যে গিয়া॥ চারি তরফেতে ঘেরে, কত ল
কাক্ষ করে, বোন বিবী দেখিতে পাইয়া * শা জঙ্গলিকে কয় ক্ষা
দেখ কি দুস্মন আইল, ভাব দেলে পাক ছোবহান॥ খবিছ ভুতে
জাত, আইল রায়মণী সাথ, জোরে তুমি ফোকার আজান * বে
বিবীর হুকুমেতে, ভেবে আল্লা পাক জাতে, শা জঙ্গলি আজান দে
দিল॥ আজানের আওয়াজেতে, ভুত না পারে টিকিতে, দেব
সকলি ভাগিল * ভেগে যায় লাখে লাখ, দুখে নাব সরে বাক,
মণী পড়ে ভাবনায়॥ জুড়িয়া আঠার ভাটি কুহকি শাত্রিশ কে
লড়িতে ডেকিল তা সবায় * কহে যাও লড়ায়েতে, ভেক
লিয়া হাতে, মার মার বলিয়া চলিল॥ বোন বিবী দেখে চক্ষে জা
এয়ছা মুখে, বারে বারে পড়িতে লাগিল * আশা এক হালে লি

জাতে দোওয়া ফুক দিয়া, ফেকিল আছমান তরফেতে। এছমের
জালে ঘুরে, যেমন ঝনঝনা গেরে, ডাকিনী সবার উপরেতে *
বোন বিবীর এছম জোরে, ওড়ে আশা বাও ভরে, বেশুমার গেরায়
কাটিয়া॥ যত ডাকিনী যোগিনী, এসেছিল রায়মণী, গেল সব লাহ
য় মরিয়া * আড়ে ওড় যত ছিল, দেখে সব পালাইল, দেখিয়া
াণিত রায়মণী॥ দেও দানা যত ছিল, আকাশেতে পালাইল
ণে মারা পড়িল ডাকিনী * বিপাক জানিয়া দেলে, রায়মণী রণে
লে, আপনাকে মজবুত হইয়া॥ ধনুকেতে চড়া ছিল, এক বান
লাইল, বোন বিবী নজরে দেখিয়া * তৈয়াব কলেমা পড়ে,
রায়মণী বান ছাড়ে, কলেমার বরকতে হইল পানি॥ সে বানবোন-
বিবী পরে, দেখে না আছর করে, পেরেশান হৈল রায়মণী *
বাক হইয়া রহে, আপনারা দেলে কহে, মান মারা গেল অকারণ॥
নুকেতে দিয়া টান, ফের মারে তিন বান, কহি সে বানের
বিবরণ * সট চক্র প্রথমেতে, গদা চক্র দ্বীতিয়াতে, তৃতিয়াতে ঘর
বান। তিন বান রায়মণী, ছাড়ে যেন ছোটে অগ্নি, বোন বিবী
হৈল সাবধান * তৌহিদ কলেমা যাহা, বিছমিল্লা বলিয়া তাহা,
রে আশা জোরেতে মারিল॥ রায়মণীর তিন বান, হৈয়া গেল খান
ন, আশার চোটে জমিনে গিরিল *

* বোন বিবী রায়মণীর সাথে লড়িয়া এত্তে পাইবার বয়ান *

পয়ার * বান গেল রসাতল কলেমার গুণে॥ রায়মণী ভাবিতে
াগিল মনে মনে * বান বৃথা হইল শেল পাট উঠাইল॥ বোন বিবীর
রে বেড়া বান চালাইল * সেই বান বোন বিবীর ঘেরে চারি
কে॥ বিপাক দেখিয়া বাক্য নাহি সরে মুখে * বরকতের ঝোলা
বান বিবী নেকালিল॥ এছম পড়িয়া ঝোলা জমিনে ডালিল *
ঝালার গুনেতে বান হৈল খান খান॥ রায়মণী দেখে তাহা
বিল নিদান * বুঝিয়া দেখিল সব বান ফুর হইল॥ রথ হইতে
মণী গোস্বায় নামিল * ছোরা এক লিয়া হাতে মারে রথ হইতে
াটে বাগিনীর মত বিবীর পরেতে * খঞ্জর লইয়া মারে বিবীর
পরে॥ লাগিল বিবীর গায়ে ফুল বরাবরে * আছর না করে ছুরা
াওয়া ফাতেমার॥ রায়মণী দেখে বলে একি অবতার * না লাগে

বোনবিবি,

বিবীর গায়ে ফুল হইয়া ওড়ে॥ রাগে দস্ত কড়মড় বড়া হাক ছাড়ে * বোন বিবী পরে গোর্জ্জ মারে গোস্বা হইয়া॥ সেহভি না লাগে গায় যায় রদ হইয়া * রায়মণী ঘিচারিনী বেদীন কুফর॥ নেজা ওঠাইয়া মারে বিবীর উপর * তাহাও না লাগে গায়ে হুকুমে আল্লার অকারণ হৈল যত করিল ওয়ার * রায়মণী হর ফন্দে হইল কাফর আসিয়া ধরিল বোন বিবীর কোমর * হাতাহাতি করে যেন ম হাতি লড়ে॥ ভিড়ন হইল যেন পাহাড়ে পাহাড়ে * সারাদি লড়ে দোহে কেহ না পারিল॥ বোন বিবী দেলে তবে বিপা জানিল * মা বরকতে ডেকে বলে লেহ উদ্ধারিয়া॥ রায়মণী বু মোরে ডালিবে মারিয়া * বেহেস্তে বরকত ছিল শুনিতে পাইল খোদার হুকুম লিয়া কুওত ভেজল * বরকতের দোওয়াে বিবী পাইল যে জোর॥ পাক দিয়া ধরে রায়মণীর কোমর উঠাইয়া ছের পরে জমিনে ডালিয়া। আল্লা নাম নিয়া বসে ছাি দাবাইয়া * চুল ধরে মুষ্ঠি মারে ছেরে কাফেরের॥ ছুরি গলে দিে চাহে গোস্বায় দেলের * রায়মণী ডরে পাও ধরিল বিবীর॥ মাপ করে দেহ আমার তকছির * জান বকসি কর মোরে না মারি আর॥ বাদা বলে হইল এবে তোমার এক্তিয়ার * আঠার ভ তুমি মোক্তার হইলে॥ রায়মণী পানা মাঙ্গে সই সই বলে * দান দেহ ভিক্ষা চাহি চরণেতে॥ দাসি হবে রব তেরা আঠার ভাটি তুমি রাজা আমি প্রজা করিনু একরার॥ ফিরিল দোহাই তেরা হ তাবেদার * খেদমতে হাজির আমি রব হর বাতে॥ রহম হই বোন বিবীর দেলেতে * না মারিল দর্দ্দি পেয়ে দেলে আপনা পৃথিবীর মা জননী দয়ার ভাণ্ডার * রায়মণী ছাতি হইতে ি ওতারিল॥ ফতে পেয়ে খুসি হয়ে আসনে বসিল * রায়ম হুকুমেতে রহিল হাজির॥ বোন বিবী ভাটিশ্বরী হইল হাজির জঙ্গলি শা আজান দিল অক্তে নামাজের॥ বনবাসী ছিল যত ৈ হাজের * পৌছিল আসিয়া তোহফা নজরানা লিয়া॥ কহে গোনাগার প ারে রচিয়া *

* রায়মণী বোন বিবীর তাবেদারি করিবার বয়ান *

পয়ার * রায়মণী তাবেদার হইল বিবীর॥ হরদম রুজু থা খেদমতে হাজির * হইয়া ভাটির কর্ত্তা খুসি হইল দেলে॥ রায়

কহিতে লাগিল এই বলে * তুমি এবে হইলে কর্ত্তা আঠার ভাটির ॥ হুকুম করিবে যাহা না হেলাব ছির * বোন বিবী বলে সেই শোন বিবরণ ॥ বটিয়া আটিয়া কাটি লইব এখন * কদাচন মনে করো ভুক্ষ নাহি দিব ॥ সমান করিয়া বাদা বাটিয়া লইব * এইদ চলিয়া যাহ ঘরে আপনার ॥ হুকুম ওদুল নাহি করিবে আমার * শুনে রায়মণী করে চরণে ছালাম ॥ হুকুমে চলিয়া গেল আপনা মোকাম * বোন বিবী জহুরা জাহের করিবারে ॥ চলিল সেথান হইতে বনের ভিতরে * একে একে ভাটি সব ভ্রমণ করিল ॥ ভুরকুণ্ড মোকামে বিবী যাইয়া পৌছিল * দরক্তের তলে বিবী বসিল যাইয়া ॥ তামাম বাদার সৃষ্টি দেখে তাকাইয়া * কহিতে লাগিল বিবী সা-জঙ্গলি ফকিরে ॥ শোন ভাই ডর নাহি করিবে কাহারে * মকেদ হইয়া থাক সঙ্গেতে আমার ॥ ছাটি বাদা বসাইয়া করিব গোল জার * হইল বাদার সৃটি বাসনা পুরিবে ॥ তাহা বাদে বোন বিবী আল্লা নবী ভেবে * বসাইতে ছাটি বাদা রওয়ানা হইল ॥ সা জঙ্গলি পিছে পিছে ধাইয়া চলিল * এড়ো জোল সীমানা করিল দক্ষিণেতে ॥ তা বাদে পৌছিল বিবী ভবানি পুরেতে * রাজাঠরে গেল বিবী খাল পার হইয়া ॥ তাহারবাদে বিয়াড়িতে পৌথিল যাইয়া * মাথাল গাছায় গেল সেথান হইতে ॥ করিয়া বাদার কাজ পৌছে আসড়িতে * ময়না ডাঙ্গা সে আনলানি আবাদ করিল ॥ তাহা বাদে হাসনাবাদে যাইয়া পৌছিল * সেখানে পাটালি গ্রাম কাটাখালি গিয়া ॥ বসাইল ছাটিবাদা সরহদ্দ করিয়া * থাকিয়া কয়েক রোজ এই সব কামে ॥ খোসালিতে ফিরে আইল ভুরকুণ্ড মোকামে * করিয়া বাদার সৃষ্টি খুশিতে ভুষিত ॥ মোমমধু বনে পয়দা হইল বিপরীত * দক্ষিনা রায়ের বিবী কেদো খালি দিল ॥ সমনা সরহদ্দ যত দাখেল করিল * আছিল যত্তেক সেই বনের প্রধান ॥ বাটওয়ারা করিয়া সবারে দিয়া দেন * যার যে সরহদ্দ লিয়া খুসিতে রহিল ॥ কেহ কার সীমানা না হরণ করিল * বোনবিবী সর্দ্দার হইল সকলের ॥ শোন এলে ধোনা মোলে কাহিনী দুখের * কহে হীন আছিরদ্দিন জনাব সবার ॥ চব্বিশ পরগণা বিছে বসতি যাহার *

ধোনা মৌলে দুখেরে লইয়া বাদা বনে মোম মধু আনিতে যাইবার বয়ান *

পয়ার * মোম মোধু পয়দা হয় চৈত্র মাসেতে। কত লোক যায় বনে মধুর লোভেতে * ধোনাই মোনাই নামে দুই সহদর॥ বাদা বন হইতে আনে জিনিষ বিস্তর * বসবাস তাহাদের বরিজ হাটিতে। বাসনা হইল এয়ছা ধোনার দেলেতে * যাইবে বাদার বনে সাত ডিঙ্গা লিয়া॥ আনিবে সহদ মোম বোঝাই করিয়া * দেল বিচে আপনার করে এ খেয়ালে॥ মোনায়ের তরে ধোনা কহে সেই হাল * সাত ডিঙ্গা দেহ মোরে তৈয়ার করিয়া॥ বাদাবনে যাব মোম মধুর লাগিয়া * ধোনাই হইতে মোনাই শুনে এই কথা॥ কহিতে লাগিল মোনা দেলে পেয়ে ব্যথা * এত মাল [মত্তা ঘরে আছে কি হইবে॥ বসিয়া হাজার সাল খেলে না ফুরাবে * মোম মধু আনিবার যাব বাদবনে॥ ধরিয়া খাইবে বাঘে মারিবে পরাণে * তাই যদি হয় তবা মালের দরকার॥ যত চাহি তত দিব পরওয়া নাহি॥ তার * বাদাবনে গিয়া যদি মারা পড় ভাই॥ কান্দিয়া মরিব আমি বলি তোরে তাই * রহ ভাই ঘরেতে বসিয়া আপনার॥ ধোনা মৌলে নছিহত না শোনে মোনার * ধোনাই মোনার তরে এই কথা বলে॥ দুক্ষের অভাব নাহি বাসিয়া খাইলে * বসিয়া খাইলে টুটে রাজার ভণ্ডার॥ মানা নাহি আছে কিছু করিতে রোজগার * শুস্তি করিলে হয় আওকাত খারাব॥ আক্কেল খারাপ হয় পিইলে শারাব নছিবের লেখা যাহা রদ হয় কার॥ দেহ জলদি সাত ডিঙ্গা করিয়া তৈয়ার * মোনাই ভাবিল ধোনা মানা না শুনিল॥ হাতাহাতি সাত ডিঙ্গা তৈয়ার করিল * দাড়ী মাঝি রসদ লিয়া লঠিল কিস্তিতে॥ দেখে এক লোক কম হৈল লিসাবেতে * শুনিয়া দেখিল এক লোক কম হৈল॥ মোনায়ের তরে ধোনা কহিতে লাগিল * টকাকড়ি দেহ নায়ে মজুদ করিয়া॥ আনি আমি এক লোক তালাশ করিয়া ধোনাই খুজিতে লোক রওয়ানা হইল॥ সেই গ্রামে দুখে নামে গরীব এক ছিল * ধোনা মৌলে তার বাড়ী গৌছিল যাইয়া॥ দুখে বলে ডাকে দরওয়াজায় খাড়া হৈয়া * শুনিতে পাইয়া দুখে বাহিরে আইল॥ ধোনা চাচা খাড়া আছে দুয়ারে দেখিল * কহিতে লাগিল চাচা সালাম আমার॥ আসিলে দুখের বাড়ী কি আছে দর-

কার * ধেনাই কহিল সব সমাচার ফাল॥ তেরা কথা আজ মেরা ইয়াদ হইল * বাপ তেরা এন্তেকাল হবার সময়॥ তোমাকে শুপিয়া গিয়া দিয়াছে আমায় * সেই কথা আজ মেরা হইল মনেতে॥ আওকাত গুজারি তেরা হয় কিরূপেতে * দুখে বলে চ চা আমি না হইনু রোজগারি॥ গুজারি গয়ালানর গরু চরাইয়া ফিরি * সেই মজুরিতে যাহা ডাল চাল পাই॥ ঘরেতে আনিয়া তাহা মায়ে পোয়ে খাই * গোশ্বা হইয়া কহে ধেনা এ কথা শুনিয়া॥ এতবড় ছেলে খাও গরু চরাইয়া * চলহ আমার সাথে ঘর হইতে এবে॥ নায়ে বসে রবে কাম করিতে না হবে * বাদাবনে যাব ডিঙ্গা হইল তৈয়ার॥ শিখিয়া লইবে মোম মধুর বেপার * যত টাকা লাগে তোর দিইব বিবাহ॥ আগে কিছু দিই টাকা তেরা মাকে দেহ * বিবাহের বাতে দুখে খুসিতে ভরিয়া॥ কহিতে লাগিল মাতারিষ কাছে গিয়া * শোন মা আমারে ধেনা চ চা এয়ছাকহে॥ মহলে আমাকে সাথে লিয়া যেতে চাহে * কিছু টাকা এখন আমাকে দিয়া যাবে॥ ফিরে এসে ধেনাচ চা সাদী মোরে দিবে * না অছে দুক্ষের সীমা বসিয়া খাইতে॥ মহলে যাইতে মোরে ধেনাচ চা বলে * হুকুম আমাকে দেহ যাবে বাদাবনে॥ নায়ে বসে রব আর সকলের সনে * শুনিয়া দুখের মাতা কহে এ প্রকার॥ সবে মাত্র এক ছেলে তুমি যে আমার মা বালতে দুনিয়াতে আর কেহ নাই॥ বাঘের মুলুকে তারে কি রূপে পঠাই * ভাটির সহরে বাঘ আছে বেশুমার॥ তোরে যদি বাঘে খায় কি হবে আমার * বিদেশে তোমাকে আমি যেতে নাহি দিব॥ মুঠিভিক্ষা মেঙ্গে আমি তোরে খাওয়াইব * তোমার রোজগারে মোর না আছে দরকার॥ ঘরে বসে থাক বাবা নজরে আমার * দুখে বলে মাতা তুমি না পার বুঝিতে॥ বিদেশে যায় লোক উপায় করিতে * জওয়ান হইনু অবসেষে কি হইবে॥ তুমি বসে ভিক্ষা মেঙ্গে কে মোরে খাওয়াবে * নাছিবে কি লিখিয়াছে আল্লা পরওয়ার॥ আজমায়েস করিয়া আমি দেখিব একবার * শুনিয়া দুখের মাতা লাচার হইল॥ ধেনাকে ডকিয়া আন হুকুম করিল * ধেনাকে ডাকিয়া লিল বাড়ির ভিতরে॥ ভোনাই যাইয়া দুখের মায়ের হজুরে * ভাবোজি ছালাম মেরা প্রথমে কহিল॥ দুখের মা ধেনাকে বসিতে জাগা দিল * কহিতে লাগিল বুড়ি শোন ধেনা

মৌলে॥ আমার দুখেরে তুমি কি কথা বলিলে * গরীবের ধন দুখে যাইবারে চাহে॥ একাকিনী কেমনে রহিব আমি গৃহে * দুখে বই বেটা বেটি না আছে আমার॥ কেমনে থাকিব ঘরে না দেখে দিদার * ধোনাই কহিল ভাবী না ভাব আধিক॥ দুখেকে দেখিব আমি বেটার মাফিক * বাদাবন হইতে ফিরে যখন আসিব॥ যত টাকা লাগে দুখের সাদী দেলাইব * দুখের মা ধোনায়ের এ কথা শুনিয়া॥ কেন্দে কেন্দে কহে তার দুহাত ধরিয়া * লিয়া যাও ভাই তুমি আমার দুখেকে॥ এলাহি মদদগার সুপিনু তোমাকে * নাহি ছাড়াইবে তুমি দুখেকে আমার॥ আরামে রাখিও তুঝে দোহাই খোদার * দুখেকে সুপিয়া দিল ধোনায়ের হাতে॥ দুখের মা দুখিরে কহিল এরুপেতে * আপদ বিপদ বাবা পাড়লে তোমার॥ মনেতে রাখিবে এই কথাটি আমার * জগত জননী বোন বিবী বোনে থাকে॥ বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিও তাহাকে * পাড়লে মুস্কিলে তাক ডেক মা বলিয়া॥ দয়ালু মা বোন বিবী লিবে উদ্ধারিয়া * দুখের মা দুখেকে আনক বুঝাইল॥ ধোনাই দুখেকে লিয়া রওয়ানা হইল * থোড়া দুরে আগোপিছে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ আখেরে বুড়িকে দখে দিল ফেরাইয়া * লাচার হইয়া বুড়ি ফিরিয়া আইল॥ নেহাদন রাতে খানাপানি না খাইল * কভু কভু জান বচাহবার মত যায়॥ রোজ বুড়ি কান্দে ইয়াদ করিয়া বেটায় * ধোনাই দুখেকে লিয়া ডিঙ্গায় চারল কিস্তি লিয়া দাড়ি মাঝে বাহিয়া চালল * পাইল বকন হাটি কতদরে গিয়া॥ তাবাদে সস্তে বপুর যায় ছাড়াইয়া * ধুলেতে যাইয়া বেলা আখের হখল॥ রাতে সাত ডিঙা হেথা লস্কর করিল * খানা পিনা পাকাইয়া খোসালিতে খায়॥ ফজরে খুলিয়া নাও নেকালিয়া যায় * আর এক ভারি গঙ্গা বামেতে রহিল॥ রায় মঙ্গল রায় মাতলা ছাড়িয়া চলিল * তাহাবাদে হেড় ভাঙ্গর ফুল তালি পায়॥ সেথা হইতে পারে গাঙ্গে ডিঙ্গা লিয়া যায় * ডাহিনেতে বাদাবন দেখিতে পাইল॥ মোম মধু সে জঙ্গলে কিছু নাহি ছিল * ধোনাই আন্দেসা করে দেলে আপনার॥ গড়খালি গিয়া পৌছে বাদেতে তাহার * নায়ের কাণ্ডারীগণ কহিল ধোনাই॥ সেথা হইতে আগে যাওয়া আবশ্যক নাই * এইখানে রাখ কিস্তি করিয়া লঙ্গর॥ দেখি চল মোম মধু বনের ভিতর * দাড়ি মাঝি যত ছিল হুকুম পাইয়া॥ সাত

ডিঙ্গা সেইখানে নঙ্গর করিয়া * তাহাবাদে ধোনা মৌলে লিয়া লোকজনে॥ মোম মধু দেখিবার চলে বাদাবনে * দুখেরে কহিল ধে'না রহ হুসিয়ার॥ নাও হইতে কোথাও না যেও খবরদার * ইহা বলে বোনের ভিতরে সবে যায়॥ খাড়ি বৈতে দেখিবারে পায় দক্ষিণ রায় * আপনার লোকে রায় কহে এ প্রকার॥ ধোনা মোনা আইল দেখ ভিতরে বাদার * আগে কিছু নজরানা মোরে নাহি দিল ফাকি দিয়া মোম মধু লিবে ঠাহরিল * মিলা খেলা দেখাইব গড়খালি গিয়া॥ মোম মধু ছাপাইব না পাবে চ'ড়িয়া * নর রক্ত যব তক মোরে নাহি দিবে॥ মোম মধু নাহি দিব একিন জানিবে * ইহাবলে দক্ষিণ রাও রাগান্বিত হৈয়া॥ সব মধু ছাপাইল গড়খালিতে গিয়া * ধে'না মোনা বনে গিয়া খুশিতে ভরিল। বেশুমার মোম মধু বনেতে দেখিল * খোসালিত হয়ে ধে'না দেলে আপনার॥ নজদিগে যাইয়া মধু চাহে ভাঙ্গিবার * গায়েব হইয়া যায় দেখিতে দেখিতে॥ ভাবিতে লাগিল ধে'না আপনা দেলেতে * চাকের ভিতরে নাহি মধুর ভ'ণ্ড'র॥ মিলা খেলা হবে বুঝি কোন অবতার * নজরেতে দেখি সহদের ওর নাই॥ কাছে গেলে চাক খালি দেখিবারে পাই * তিন রোজ সেই বনে ঘুমিয়া বেড়ায়॥ মধুর লালচে ফেরে মধু নাহি পায় * বাদাবনে এক বিন্দু সহদ না পাইল॥ হয়রান হৈয়া ধে'না কান্দিতে লাগিল * কহে হায় আইনু বনে লাভের আশায়॥ কপালের দোষে লাভে মূলে সব যায় * এইরূপে কান্দে ধোনা কাতর হইয়া॥ কিস্তিতে রহিল শুয়ে খানা না খাইয়া * মনে ভাবে খেলা যদি হইত কাহার॥ স্বপন দেখাত মোরে রাতের মাঝার * আর যদি ফের হয় মোর অদৃষ্ট॥ ভালমন্দ সব বোঝা যাইবে আখের এতেক ভাবিয়া ধে'না শুইয়া রহিল। স্বপনে দক্ষিণ রায় আসিয়া কহিল * কেন পড়ে ধে'না মোনা শুইয়া কাতরেতে॥ অনাহারে পড়ে আছ বল কি দুক্ষেতে * স্বপনেতে বলে ধোনা দেহ পরিচয়॥ মহিবতে পড়িয়াছি কহিব নিশ্চয় * ধোনাকে দক্ষিণ রায় কহিল তখন॥ বাদাবনে মোম মধু আমারি সৃজন * দণ্ড বক্ষ দেও ছিল পিতা সে আমার॥ দক্ষিণ রায় নাম আমি তনয় তাহার * ধোনা বলে তুমি যদি ভাটির গোসাই॥ তবে কেন মধু আমি নিতে নাহি পাই — রায় বলে ওরে ধোনা কি বলিব আর॥ নর রক্ত খেতে-ওরে

বাসনা আমার * এক লোক মোরে যদি দিতে পার তুমি ॥ মোম মধু সাত ডিঙ্গা দিব তোরে আমি * রায়ের এই কথা ধোনা যখন শুনিল ॥ আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল * গরীবের ছেলে সব লিয়া আইনু নায় ॥ কার রক্ত খেতে চাও বলহ আমায় * মোম মধু আর মেরা না আছে দরকার ॥ কিস্তি লিয়া ফিরে যাই ঘরে আপনার * ধোনার বাতে রায় গোখায় ভরিয়া ॥ কহে তেরা নাও সব দিব ডুবাইয়া * যত লোক আনিয়াছ খাওয়াব কুমিরে ॥ দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিরে * রায়ের এ বাতে ধোনা ডরাইয়া দেলে ॥ মাএ করে দেহ মোকে জোড় হাত বলে * দক্ষিণ রায় বলে বেটা খুবি যদি চাহ ॥ দুখেকে আমারে দিয়া মধু লয়ে যাহ * ধোনা বলে না পারিব দুখেকে দিইতে ॥ অনাথ দুখেরে শুপে দিছে মোর হাত * নেহাত গরীব দুখে শোন রায় মনি ॥ কেন্দে কেন্দে মারা যাবে দুখের জননী * একা এক নর রক্ত খেতে যদি চাহ ॥ সকলে যালক ঘরে লোর তরে লেহ * দুখের উপরে মোর দৃষ্টি রায় বলে ॥ দুখে ছাড়া নাহি লিব অন্যকে যে দিলে * রায়ের এ রাতে ধোনা হইল পেরেশান ॥ দুখেকে দিইতে রাজি হইল নিদান * ধোনা বলে কোথা দিব দুখেকে তোমায় ॥ কেদো খালি গিয়া ওকে দিও বলে রায় * মোম মধু সাত ডিঙ্গা লেহ পেলোতে ॥ দুখেকে দিয়া যাবে তাহার বাদেতে * ধোনাই এরূপে রায়ে স্বপনে কহিল ॥ চেতনা আছিল দখে তামাম শুনিল * মনে মনে কত কথা করে ভাবা গোনা এই জন্য নায়ে মোরে নিয়া আইল ধোনা * এতেক ভাবিয়া দখে কান্দিতে লাগিল ॥ রাক্ষসে খাওয়াতে ধোনা আমাকে আনিল * ধোনা চচা মোম মধু ঘরে লয়ে নাবে ॥ মোম মধু হেচে চচা বড়লোক হবে আমিরী করিবে ধোনা চাচা ঘরে গিয়া ॥ কহিবে দখেকে থাইল বাঘেতে ধরিয়া * কান্দিবে বেটার শোকে মাতারি আমার ॥ আমা বিনে মা বলিতে কেহ নাহি তার * কেন্দে কেন্দে অন্ধ হবে আমার জননী ॥ মাঠে ঘাটে পড়ে রবে দখের মা দখিনী * ফোপাইয়া কান্দে দখে একথা ভাবিয়া ॥ কহে গো মা বোন বিবি রাখ দেখা দিয়া * মুস্কিলে পড়েছি আলি ত্বরাও আমায় ॥ এ বিপদে রক্ষা কর মা আমায় * দই চারিবার এয়ছা ডাকে মা বলিয়া ॥ আপনি চলিল বিবি জানিতে পারিয়া * অন্তর জামিনী জানিতে পারিল ॥ বুঝি কে

জঙ্গলে এসে বিপদে পড়িল * তাই মোরে মা মা বলে ডাকে উভরায়
দেখি কি মুস্কিলে পড়িয়াছে কোন দায় * শা জঙ্গলি কহে বুঝ
কহি আপনাকে ॥ আমি গিয়া দেখে আসি তোমাকে কে ডাকে *
বন বিবী বলে ভাই শোন বিবরণ ॥ মা মা বলে ডাকিবে যে আমার
কারণ * আসনে বসিয়া রব কেমন করিয়া ॥ তা হইলে আমাকে
লোক কহিবে নিদয়া * যাই আমি দেখে আসি কে ডাকিল মোরে
একবার দেখে আসি আপন নজরে * এতেক বলিয়া বিবী ভেশ
বদলিয়া ॥ তখন দুখের কাছে পৌছিল আসিয়া * দেখে দখে
কান্দিতেছে হয়ে পেরেশান ॥ সেরানাতে খাড়া হইয়া খুলিল জবান
চক্ষু মেলে দেখ বাছা কেন কান্দ তুমি ॥ পৌছিনু আসিয়া মা জননী
তোর আমি * একথা শুনিয়া দখে চাহিয়া দেখিল ॥ আপনা মায়ের
রূপ দেখিতে পাইল * তাজ্জব হইয়া দেলে ভাবে আপনার ॥ মা
আমার এখানেতে আইল কি প্রকার ॥ আলবত্তা মা বন বিবী ভেশ
বদলিয়া ॥ উদ্ধার করিতে মোরে পৌছিল আসিয়া * এতেক ভাবিয়া
দখে মা মা বলে ডাকে ॥ কে তুমি মা দয়াময়ী কহনা আনাকে *
পেরেশান আছি কহ ঠীক সমাচার ॥ মিথ্যা না কহিবে তুমি দোহাই
আল্লার * বন বিবী বলে বাছা শোন সে খবর ॥ আমি সেই বন
বিবী মা জননী তোর * কোন তুমি মা বলিয়া স্মরণ করিলে ॥ বল
বাছা পড়িয়াছ তুমি কি মুস্কিলে * বলে মোর ধোনা চাচা আনে
দম দিয়া ॥ রাক্ষসেরে দিয়া মোরে যাবে মধু লিয়া * বাঘ রূপ ধৈয়া
দেও থাবে মোর তরে ॥ এই মুছিবেতে পড়ে ডাকি মা তোমারে *
বন বিবী মুছিবত যখন শুনিল ॥ দখেকে বলিয়া বেটা কোলে তুলে
লিল * কহিতে লাগিল তুমি ভরজন্দ আমার ॥ তোমাকে ধরিয়া
থাবে ক্ষমতা কাহার * তোমাকে ধোনাই দেওয়া দে যাবে যখন ॥
তুমি মোরে মা বলিয়া ডাকিও তখন * পলকের বিচে আমি আসিয়া
পৌছিব ॥ রাক্ষসের হাত হইতে তোরো ছাড়াইব * দখেকে এরূপ
বিবী দিলেন ভরসা ॥ শুনিয়া বিবীর বাত পাইল যে আশা * বনবিবী
এত বলে গায়েব হইল ॥ আল্লার তামাসা সেই রাত পোহাইল *
বাড়ি মাঝিগণে ধোনা কহে ফজরেতে ॥ কোদা থালি যাব ডিঙ্গা

বোন বিবি,

ছাড় সেতাবিতে * হুকুম পাইয়া দাড়ি মাঝি যত ছিল। কেদো খালি তরফেতে রওয়ানা হইল * সাত ডিঙ্গা বাহিয়া চলিল লোক জনে॥ দেখিয়া দক্ষিনা দেও বলে মনে মনে * ধোনা মৌলে আসিতেছে সহদ লইতে॥ বনে আমি যাই হাট মধু বসাইতে * কোদেখালি বিচে দেও আসিয়া পৌছিল॥ যত মৌমাছি তরে হুকুল করিল * লক্ষ লক্ষ মৌমাছি হুকুমে দেওয়ের॥ বসাইল হাট মধু ভিতরে বনের * থরে থরে খোন্দাকে কোটরে ডালে পাতে॥ বেশুমার মধু চাক লাগিল গড়িতে * খোসালিত হয়ে ধোনা তরনী লইয়া॥ কয় রোজে কোম খালি পৌছিল আসিয়া * মাঝিদিগে বলে কিস্তি বান্ধহ এইখানে॥ চল মধু দেখিবারে যাই সবে বনে * ইহা বলে মৌকা বেন্ধে বাদা বনে যায়॥ দেখিল মধুর চাক যেথায় সেথায় * ধোনা মৌলে দেখে ফিরে আইল খুসি হইয়া॥ নাস্তে এসে খেয়ে পিয়ে রহিল শুইয়া * দু প্রহর রাতে ধোনা স্বপন দেখিল॥ আসিয়া দক্ষিনা দেও কহিতে লাগিল * চাক ভাঙ্গিবারে যবে যাইবে বনেতে মেরা নাম লিবে ভাঙ্গিবার প্রথমেতে * তাহা বাদে দিবে হাত মধুর ভাণ্ডারে॥ মৌমাছি উড়িয়া ভাগিয়া যাবে দুরে * আর এক বাত আছে কহি তুঝে এবে॥ একজনে সাথে লিয়া বনেতে যাইবে * নাহি দিব লোম মধু তোমাকে ভাঙিতে॥ তামাসা দেখিবে ঘুরে ফিরে জংগলেতে * আমার লস্কর দিয়া মধু ভাংগাইব॥ বৈসে রবে তোমার ডিঙাতে পৌছাইব * কিন্তু সেই কথা মেরা ইয়াদ রাখিবে॥ যাই বার সময় দুখেকে দিয়া যাবে * ওজর তাহার না করিবে ঘবরদার॥ জান লিয়া টানা টালি হইবে তোমার * এ কথা বলিয়া দেও গায়েব হইল॥ ফজরে ধোনা তবে জাগিয়া উঠিল * সবাকারে হুকুম করিল ভজরেতে॥ দুখেকে যসায়ে চল সবে জংগলেতে * যায় মধু ভাঙিবার হুকুমে ধোনার॥ দুখে বলে চাচাজিগো কি কহিব আর * কান্দিয়া কান্দিয়া ফের কহিতে লাগিল॥ তোমার মোকছেদ চাচা হাছেল হইল * দেওয়ের সহিত দেরা হয়েছে কারার॥ আমারে দিয়া যে ঘরে যাবে আপনার * এ কথা শুনিয়া ধোনা হাসিয়া উঠিল॥ যত সব বাজে কথা তোরে কে শুনাল * এতেক বলিয়া ধোনা চলিল বেবাক॥ যাইয়া লধুর চাক দেখিয়া অবাক * যত লোক গিয়াছিল

ধোনায়ের সাথ॥ লইয়া দেওয়ের নাম চাকে দিল হাত * মাক্ষি সব তাড়া পেয়ে ফাগিল উড়িয়া॥ রাক্ষস দক্ষিনা দেও জানিতে পারিয়া ভুত প্রেত দেওয়ান লইয়া সঙ্গেতে॥ আসিয়া পৌছিল ধোনা ছিল যে বনেতে * দেও বলে দেখ ধোনা তামাসা আমার॥ পৌছাইয়া দিব মধু নায়েতে তোমার * এ কথা বলিয়া দেও দান সবাকায়॥ মোম মধু ভাঙ্গিতে হুকুম দিল ঠায় * দক্ষিনা দেওয়ের বাতে দান যত॥ ভূত প্রেত ডাকিনী ধাইল শত শত ভাঙ্গিয়া তামাম মধু লহজার বিচেতে॥ সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিল সহদেতে * ধোনাকে দক্ষিনা দেও কহে এ প্রকার॥ দেখ আর জাগা নাই কিস্তিতে তোমার * ধাওয়াধাই ধোনা এসে নায়েতে পৌছিল॥ বাকি নাহি আছে জাগা বোঝাই হইল * তখন আবার দেও কহে এরূপেতে॥ দেহ সাত ডিঙ্গা মধু ফেলিয়া পনিতে * মোম দিব সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া॥ তাহাতে কিম্মত বেশী পাইবে বেচিয়া * মোম হৈতে খুব কম মধুর কিম্মত॥ গাঙ্গেতে ফেলিয়া দিল সহদ তায়ত যে গাঙ্গে ধোনাই মধু ফেলিল তামাম॥ সেই হইতে সে গাঙ্গের মধু খালি নাম * যে পানির মাঝে মধু ধোনাই ফেলিল॥ চারিদিকে নোনা বিচখানে মিঠা হইল * আজ আজ তক সে গাঙ্গে আছে মিঠা পানি॥ তাহা বাদে সাত ডিঙা মোম দেওয়নি * ধোনার নায়েতে দিল বোঝাই করিয়া॥ তা বাদে কহিল দেও শোন দেল দিয়া * তোমাকে দিলাম মোম বহুত কিম্মতি॥ বেচিয়া পাইবে ধন করিবে রাজত্যি * যে কারণে দিনু মোম শোন তার বেনা॥ দুখেকে দিতে খবরদার ভুলিবে না * যদি হেলা ছাজি কর সাজা পাবে তার॥ গাঙেতে তামাম নার ডুবাব তোমার * বিদায় হইল এই ধোনাকে বলিয়া॥ পাকাইতে ছিল দুঘে নায়েতে বসিয়া * ভিজা কাট নাহি জ্বলে পাকাতে না পারে॥ রন্ধন না হৈল তাই কান্দে জারে জারে রন্ধই না হইলে গোশ্বা হইবে ধোনায়॥ ভাবিয়া তাহার দিশা কিছু নাহি পায় * বন বিবির নাম শেষে ইরাদ করিল॥ ভুরকুণ্ডায় ছিল বিবি মালুম পাইল * পলক মারিতে দেয় না হইল আর॥ দুখের নিকটে এসে কহে এ প্রকার * কেন ডাকিয়াছ কহে আসিয়া নিকটে॥ দুখে কহে মা জননী পড়িনু সঙ্কটে * ধোনা চাচা বলে

গেছে রসুই করিতে॥ শুখা কাষ্ঠ অভাবে না পারি পাকাইতে * বন বিবি বলে বাছা না ভাবিও তুমি॥ খোদার হুকুমে পাকাইয়া দিব আমি * বন বিবি তাহাকে যে ভরসা দিল॥ সকল হাড্ডীর পরে হাত ফেরাইল * কামালের খনি বিবি বরকতের হাত॥ বুকের গীতে পাকাইল ছালুন ও ভাত * বেগর আগুনে খানা হইল তৈয়ার॥ বিবি কহে সকলেতে খাও এই বার * আরম্ভ করিয়া দুখে কহিল তখন * কাল বুঝি ধোনা চাচা যাবে ডিঙা লিয়া॥ দক্ষিনা দেওয়ের তরে যাবে মোরে দিয়া * জগত জননী মাতা আসিয়া তরাবে॥ বন বিবি বলে বাছা মনে না ভাবিবে * খাইতে তোমারে নাহি রায়ের ক্ষমতা॥ আশা মেয়ে শা জঙলি উড়াইবে মথা * বন বিবি ইহা বলে বিদায় হইল॥ মহল থাকিয়া ধোনা আসিয়া পৌছিল * দুখেকে কহিল কোন ডিঙার উপর॥ পাকাইয়া রাখিয়াছ কহ সে খবর দুখে বলে চাচাজগো এই ডিঙা পরে॥ রান্ধিয়া রেখেছি আমি তোমাদের তরে * ধোনা যদি শোনে এমছা গিয়া সেই নায়॥ সকলে ফকস্তরে বৈসে খানা খায় * সেরূপ অমৃত খানা কভু না খাইল॥ সকলেতে কানাকানি করতে লাগিল * সকলে মিলিয়া কহে ধোনার খাতের॥ কভু এই খানা নহে দুখের হাতের* সকলেতে ঠামাঠারি করিতে লাগিল॥ দুখের উপরে সখা বন বিবি হৈস * ধোনা কহে হেগে বেটা পানা নাহি লয়॥ দুখের উপর বন বিবি হইবে সদয় * এইরূপে বলা কওয়া করিতে লাগিল॥ দিন গুজাইয়া রাত আসিয়া পৌছিল * যার যে ডিঙাতে গিয়া করিল আরাম॥ সারা রাত হৈল দুখের আরাব হারাম * ভাবিতে লাগিল এমছা কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ধোনা চাচা যাবে দেশে কাল ডিঙা লিয়া * দক্ষিনা দেওয়ের তরে আমাকে দে যাবে॥ বাঘ হয়ে আমাকে সে ধরিয়া খাইবে * মা বলিতে আমা বই কেহ আর নাই॥ আমার ভাগ্যেতে আল্লা লিখেউ এমছাই * এইকথা ভেবে দুখে দেলে আপনার॥ আল্লাকে ইয়াদ করে কান্দে জারে জার * এক জারা চক্ষে তার নিন্দ না আইল॥ কান্দিয়া কান্দিয়া সেই রাত পোহাইল*

ধোনা মৌলে দুখের ভয়ে দক্ষিনা দেওকে দিয়া যাও ও বোন-বিবি দুখেকে উদ্ধার করিবার বয়ান

পয়ার * খানা পিনা খেয়ে সবে শুইয়া রহিল॥ সেই রাত পোহাইয়া ফজর হইল * দাড়ি মাঝি সবাকারে কহিল ধোনাই॥ খোলহ নায়ের কাছি আর দেরী নাই * ছয় ডিঙা খুলে দিল হুকুমে ধোনার॥ নাহি খোলে এক ডিঙা ভেদ ছিল তার * কহে ধোনা দের করিতেছ কি কারণ॥ মাঝি বলে কিসে হবে নায়েতে রন্ধন * নায়ের পরেতে কাঠ নাহি এক খানা॥ নায়ে এত লোক কিসে পাকাইবে খানা * মাঝির মুখেতে ধোনা শুনে এ বয়ান॥ বলে বাবা দুখে থোড়া কাঠ কেটে আন * দুখে কহে মাফ কর চাচাজি আমায় দোছরাকে ভেজে দেহ না যাব চড়ায় * এত লোক আছে কর তাদের হুকুম॥ আমার উপরে কর খামাখা জুলুম * ধোনা মৌলে বলে বেটা নায়ে বসে খাবে॥ আদান ফরমাস করিলাম নাহি যাবে * ছাঙিন জবাব দিলে মুখের উপরে॥ চড়াতে না যাব আমি কাঠ আনিবারে * কাটিয়া জওয়াব দেহ হজুরে আমার॥ দুখে বলে চাচা জীগো হেকমত তোমার * চেতনে আছিনু দেও কাহল তোমায়॥ কেদো খালি চরে তুমি দে যাবে আমায় * বাঘ হৈয়া দেও এসে ধরে খাবে মোরে॥ মালালিয়া বড়লোক হবে গিয়া ঘরে * দুখের মায়েরে কবে দেশেতে যাইয়া॥ দখেকে খাইল বাঘে দিবে শোনাইয়া * কি বলে আনিয়া মোরে ছিলে ঘর হইতে। মা আমাকে সুপে দিয়াছিল তেরা হাতে * তাহার সরত গুব আদায় করিয়া॥ কেদোখালির চরে মোরে বাঘে, খাওয়াইয়া * সুনিয়া আমার মাতা কান্দিয়া ২॥ আর কেহ নাহি শোকে যাইবে মরিয়া * ধোনা বলে পাজি বেটা ওস্তাদ ঠেটার॥ একটা ফরমাস যদি সুনিলে আমার * ভালাই চাহত জলদি কাঠ আন গিয়া॥ নাও হইতে কান ধরে দিব নামাইয়া * এই কাজের তরে মোরে নায়ে এনেছলে॥ দখের জান গেল আর তুমি ধনী হইলে * আর কেন ফাজহত কর বার বার॥ আমারে খাইলে বাঘে পরওয়া কি তোমার * দখে বলে চাচাজিগো ছালাম চরণে॥ বল কাঠভাঙিবারে যাব কোন বনে * এশারা করিয়া ধোনা বন দেখাইল॥ দক্ষ মনে দখে নাও হইতে নামিল *

গেলো দুখে কেদো খালির চর পার হৈয়া॥ ধোনা ডিঙ্গা খুলে গেল দুখেকে রাখিয়া * কহিতে লাগিল ধোনা মুখে আপনার॥ দুখেকে দিলাম ভোরে রাক্ষস এইবার * মেরা দোষ ঘাট মাফ কর দেওমনি রাখ মার যাহা ইচ্ছা আমি নাহি জানি * কাঠ লিয়া আসে দুখে জঙ্গল হইতে॥ আসিয়া পৌছিল কেদো খালির চরেতে * দেখিল যে ধোনা মৌলে গেছে নাও লিয়া॥ চরেতে বসিয়া কান্দে কাতর হইয়া * খাড়ি হাতে দৈত তবে দেখিতে পাইল॥ দুখেকে দিয়াছে ধোনা মালুম করিল * খাইতে রাক্ষস তবে এরাদা করিয়া॥ আপনাকে বাঘের ছুরত বানাইয়া * মানুষের গোস্ত খাব বহুদিন বাদে॥ দুখেকে খাইতে যায় মনের আনন্দে * চরে থেকে দুখে হেথা পাইল দেখিতে॥ বাঘ হইয়া আসে দেও আমাকে খাইতে প্রকাণ্ড শরীর আর দুম উর্দ্ধে তুলে॥ হাওয়া ভরে আসে সেই বাঘ গাল মেলে * দেখিয়া দুখের গেল পরাণ উড়িয়া॥ বলে বোন বিবি মাগো লেহ উদ্ধারিয়া * এত বলে তরাসে গিরিয়া গেল ভুমে॥ তামাম অজুদ তরতর হইল ঘামে * বলে মাগো বন বিবি কোথা আছে ছেড়ে॥ এ সময় আইস গো মা দুখে মারা পড়ে * ত্বরাবে বাঘের হাতে দিয়াছ কারার॥ না ত্বরাবে কলঙ্ক মা হইবে তোমার * এতেক বলিয়া তবে জ্ঞান হারাইল॥ ভুরকুণ্ডে থাকিয়া বিবি জানিতে পারিল সা জঙ্গলিকে কহে ভাই জলদি আইস সাথে॥ বুঝি মারা গেল মেরা বাছা রাক্ষসের হাতে * চল জলদি গিয়া করি উহারে উদ্ধার॥ আসপর্দ্ধা হয়েছে বড় রাক্ষস বেটার * খেয়ে যদি ফেলে তবে হবে মহা দায়॥ পলকেতে ভাই বহিন পৌছিল সেথায় * দেখে দুখে পড়ে আছে হস হারাইয়া॥ দুখেকে লইল বিবি কোলে উঠাইয়া * ধুলা শুদ্ধা কোলে নিল জগতের মাতা॥ বাছা ২ বলে ডাকে নাহি কহে কথা * বেহস বেহাল ছিল না পায় শুনিতে॥ জঙ্গলিকে ভাই দেখ কি চক্ষেতে * সা জঙ্গলি একথা শুনে আসিয়া তরায়॥ এছম আজম পড়ে ফুক দিল গায় * পানি মুখে দিতে তবে হস যে হৈল॥ দেও দুরে বাঘরূপে খাড়া হয়ে ছিল * সা জঙ্গলিকে বন বিবি কহে গোশ্বা ভরে॥ কিছু শিক্ষা দাও এই রাক্ষস বেটারে * ছের উড়াইয়া দেহ থাপড়ি মারিয়া॥ শুনিয়া শা জঙ্গলি দৌড়ে আশা

হাতে লিয়া * শা জঙ্গলি হুকুম পেয়ে জালের গোশ্বায়॥ খুব জোরে চড় মারে বাঘের মাথায় * নামাকুল চড় খেয়ে ফাফড়া হইল॥ জান লিয়া দক্ষিনা দেও দক্ষিনে চলিল * জঙ্গলি শাহা পিছা নাহি ছাড়িল বেটার॥ ভয়েতে পালায় পিছে নাহি তাকে আর * বাদাবন ভাঙ্গিয়া রাক্ষস পালায়॥ খেদাড়িয়া শা জংগলি পিছে ২ ধায় * আজিম দরিয়া এক ছামনে পাইল॥ দেওজাত কোনরূপে নদী পার হইল * বলে জংলি এবে নদী কিসে হব পার॥ পৌছিলেন শা জংলি ধারে দরিয়ার * লইয়া আল্লার নাম নামিল পানিতে॥ আধা হাটু পানি তার হইল বজরগাতে * কামেল দরবেশ শাহা ভেজা এলাহির॥ পাও যবে ধরিলেন উপরে পানির * কেরামতে বেশুমার পানি কম হইল॥ শা জংলির আধা হাটুর বেশী না হইল দেখিয়া দক্ষিনা দেও দেলেতে ডরায়॥ কহে ওই বেটা না ছাড়িবে আমায় * এরুপে ভাবিয়া দেও দেলে আপনার॥ হাঙ্গর ও কুম্ভীর ডেকে কহে এ প্রকার * ওই বেটা জমি হতে নামিল পানিতে॥ এই বেলা ধরে খাও গিয়া সকলেতে * হাংগর ও কুমীর পেয়ে হুকুম দেওয়ের॥ বেশুমার চলিল ধরিতে শা জংলিরে * মেজে ঝাপটা মারে পাও ধরে জড়াইয়া॥ শা জংলি কুমীরের দুম পাকড়িয়া বেজান করিয়া দেয় মারিয়া কাছাড়॥ বেশুমার মারে চুরমার করে হাড় * পাও ঝাড়া মারে গেরে তফাত হইয়া॥ কতেক মারিয়া আশা দেয় গেরাইয়া * শা জংলি মারিয়া ডালিল বেশুমার॥ কিছু না করিতে পারে হুকুমে খোদার * আল্লার মদদে সেই নদী পার হইল দেখিয়া দক্ষিনা দেও ভাগিয়া চলিল * ভয় পেয়ে দৌড়িয়া পালায় সে কাফির॥ ভাঙ্গড়ে পৌছিল গিয়া নজদিগে গাজির * ছুটিয়া দক্ষিনা দেও করে হাইফাই॥ গাজি বলে কোথা হইতে আসিতেছ ভাই * কি জন্যে এমন হালে পৌছিলে আসিয়া॥ কার চুরি করে যেন আইলে ভাগিয়া * লোকজন কাহাকে না আনিয়াছ সাতে॥ থর ২ কাঁপে অংগ কাহার ভয়েতে * কহিল দক্ষিনা দেও শুন গাজি পীর॥ বারজহাটিতে ঘর যে ধোনা মৌলির * সাত ডিঙা লিয়া আইল সরহদ্দে আমার॥ মোম মধু দিনু আমি খাতেরে তাহার * দুখে নামে একজন নায়ে তার ছিল॥ তাহারে খাইতে মেরা খাহেস

হইল * কোদা খালি চরে খোনা দিল সে দুখেরে॥ খোসালিত হৈয়া তারে গেনু খাইবারে * এক লাড়কা এক লাড়কি কোথা হইতে আইল॥ দখের তরেতে মোরে খাইতে না দিল * লাড়কির রূপের কথা কি কহিব আর॥ জংগল হয়েছে আলো ছুরাতে তাহার * আর সেই লাড়কা বড় জওয়ান দেলের॥ এক চাপড়েতে ঘুমাইল মেরা ছের * কখন লড়াই করে আশা লিয়া হাতে॥ বড়া জোয়ওয়ার বেটা বুঝিনু দেলেতে * কখন ফাকরী ভালে জংগলেতে ফেরে॥ কি আর কহিব গাজি তোমার হজুরে * গাজি বলে দহিমা তুমি না জান সন্ধান॥ বন বিবী নাম তার ভাটির প্রধান * না বুঝিয়া ফাছাদ করিলে তার সাথে॥ সোবাকে হয়রান করিবে হর রাতে * খোদার রহম আছে উপরে তাদের॥ এরাদত বন্দেগীতে পুরা মারফতের * রায়মনী তার লাড়িয়া ছাড়িল সব বলে আপনার জান বাচাইল * দেও বলে গাজি ভাই শোন বিবরণ॥ নালি দেখিয়াছি বোন বিবী সে কেমন * এরূপে গাজির সাথে কথায় জাছিল॥ সোটা হাতে লিয়া তথা শা জংগলি পৌছিল হেকে বলে মার মার আরে গোখা হইয়া॥ দেও বলে গাজি ভাই লেহ বাচাইয়া * এ বিপদে গাজি ভাই করহ উদ্ধার॥ চিরকাল এই গুণ গাইব তোমার * তারাসেতে ছাপাইল গাজির পিছেতে॥ গাজি শা জংলির হাত ধরে তাড়িমেতে * ঘাড়া হইয়া বসাইয়া আপন আসনে॥ প্রথম ছালাম আনেক হইল দুজনে * কহে গাজি শা জংলির দোন হাত ধরে॥ কেন ভাই এত গোখা কাহার উপরে শা জংলি কহে কাকেরের মদত কর॥ হয়ে মুসলমান তুমি খোদাকে না ডর * গাজি কহে শা জংলি বস একবার॥ গরম মেজাজ ঠাণ্ডা কর আপনার * শা জংলিকে গাজি শাহা নরম করিয়া॥ নানা মতে কহিতে লাগিল ভুলাইয়া নামেতে দক্ষিনা দেও বন্ধু যে আমার তোমার বিবাদ কিসে সংগতে ইহার * শা জংলি কহে কুমি জাত ইসলামের॥ রাক্ষসের সাথে দোস্তি তোমার কিসের * বন বিবীর হুকুমেতে দেখিব একেবারে॥ লালেদা মারিয়া পাঠাইব যম ঘরে * মানুষ ধরিয়া খায় কাফের গাণ্ডার॥ দেখাইয়া দিব মজা দেখিবে এবার॥ জংলি হইয়া গোখা এরূপে কহিল॥ গাজি হাত পাকাড়িয়া

কলিতে লাগিল * বোন বিবীর হুজুরেতে চলে যাই সবে ॥ আলবত্তা দক্ষিণা রাহে করিবে রেহার * রাই বলে আমি নাই যাব সেথানেতে সময় পাইব বোন বিবীর সাক্ষাতে * গাজি বলে এই বাতে না আছে সরম॥ বোন বিবী কভু কার না তুড়ে ভরম * চলহ তোমার সাথে আমিও যাইব॥ যে কিছু তোমার গোনা মাফ করাইব গাজি আর রায় গেল সাথে সা-জঙ্গলির॥ যাইয়া হাজির হইল হুজুরে বিবীর * গাজি বোন বিবীকে ছালাম জানাইল॥ বোন বিবী গাজিকে বসিতে জাগা দিল * বোন বিবী বলে বাপ নাম কি তোমার॥ কি খাতেরে আসিয়াছ হুজুরে আমার * কহিলেন নাম মোর গাজি বড়খান॥ জানিয়া না জান বিবী হয়েছ আজান * সাহা সেকেন্দার নাম আমার বাপের॥ এলাহি শুপিয়ালিল সামি সুলতানের এই ভাটীশ্বর হইল আমার জায়গির॥ পরিচয় দিল এরছা হুজুরে বিবীর * বোন বিবী শুনিয়া গাজির সমাচার॥ গোশ্বা লইয়া কহিতে লাগিল এ প্রকার * তুমি এখানেতে আছ ওলি এলাহির॥ মনুষ ধরিয়া খায় রাক্ষস বেপির * দরবেশ করিয়া আল্লা যদি পাঠাইল॥ বান্দার ফালাই তুঝে করিতে ভেজিল * না করিয়া তাহা মেলে সঙ্গেতে ভুতের॥ আদম জাদাকে খায় শয়তান কাফের * কহিতে লাগিল গাজি শোন মা জননী॥ মানুষ ধরিয়া খায় আমি নাহি জানি * এখন আমার মাফ কর গোনা খাতা॥ দক্ষিণা রায়েরে তুমি হও সই মাতা * যখন আইলে তুমি আঠার ভাটিতে॥ লড়াই করিয়াছিলে রায়মণির সাতে * রায়মণি তেরা সাথে জঙ্গেতে হারিল॥ সই বলে আপনার জান বাজাইল * যাকে তুমি ভুত বল বেটা সে তোমার॥ শুনিয়া গাজির কথা বিবী মেকদার * শুনিয়া গোজেস্তা কথা গোশ্বা থামাইল॥ দক্ষিণা রায় বোন বিবীর কদমে গিরিল * খাতা মাফ চাহিতে লাগিল মা বলিয়া॥ গাজি মিনতি করে মা মা বলিয়া * মিনতি করাতে দেলে রহম হইল॥ দক্ষিণা রায়ের গোনা মাফ করে দিল * কহে বিবী এক বেটা দুখে ছিল মোর॥ তাহার দুঃখেতে আমি আছিনু কাতর * এখন যে তিন বেটা হইল আমার॥ আমার যে দুখে বেটা গরীব লাচার * দখের উপরে এবে মেহের করিয়া॥ মেলে তিন ভায়ে এবে গলায় ধরিয়া * রায় আর গাজি মেলে দখের

বোন বিবী,

সহিতে॥ ভাই বলে কোলে তুলে লইলে তুরিতে * তিন ভায়ে মেলা মিলি যখন হইল॥ বোন বিবী এই বাত কহিতে লাগিল * এবে দুখে ছোট ভাই হইল তোমা'দের॥ দুখেকে করিয়া এবে যোক্তার গঞ্জের * গাজি বলে ফজলেতে আল্লাতালায়॥ আমার কবজায় মাল আছে বেশুমার * সাত ধন আমি দিই দুখেরে॥ কারার কহিনু আমি তোমার হজুরে * বোন বিবী কহে লাল পাবে কেমনেতে॥ গাজি বলে পাবে দখে বসিয়া ঘরেতে * এ কথা শুনিয়া বিবী খুসিতে ভরিল॥ দক্ষিণা রায়ের তরে জিজ্ঞাসা করিল * দখে যদি ভাই তেরা এঘন হইল॥ কি দায় ভুরিবে ওরে মোর ঘরে বল * রায় বলে দখেকে কি দিব আমি ধন॥ জঙ্গলেতে মোম মধু আমার সৃজস * আঠার ভ টির মধ্যে এ ধন আমার॥ যখন চাহিবে দিব কহিনু কারার * লিয়া যেতে না হইবে দিব পৌছাইয়া॥ অতায়াসে পাবে দখে ঘরেতে বসিয়া * বোন বিবীর নিকটেতে গাজি আর রায়॥ কওল কারার দিয়া হইল বিদায় * ছালাম তছলিম বোন বিবীকে করিল॥ যে যাহার ঠিকানায় যাইয়া পৌছিল * দুখেকে লইয়া সাতে বিবী নেকদার॥ ভুরকুণ্ড মোকানে আইল আপনার * বাদা বনে দুখেকে তামাম দেখাইল॥ আটার ভাটিতে সব ভ্রধন করিল * আপন আসনে বিবী বসিল খুসিতে॥ দুখের কপাল ফেরে কোন বিবী হইতে * বিবীর খেদমতে দুখে হাজির রহিল॥ সেখ মোহাম্মদ মুনশী শয়ারে রচিল *

* ধোনাই আপনার দেশে পৌছে ও দুখের মা
দুখের মরণ খবর শুনিয়া রোদন
করিবার বয়ান *

পয়ার * বিবীর হজুর দুখে থাকে খোসালিতে॥ না করে আন্দেসা রহে লামেশা খেদমত * ধোনা মৌলে ডিঙ্গা লিয়া দেশেতে পৌছিল॥ আপনার ঘাটে সাত ডিঙ্গা লাগাইল * দাড়ি মাঝিগণে দিল বিদায় করিয়া॥ যার যে ঘরেতে গেল খুসিতে ভরিয়া * ধোনা মৌলে মোম মধু ঘরেতে আনিল তামাম সহরে তার খবর হইল * দুখের মা এ খবর পায় তার পরে॥ মোম মধু লিয়া ধোনা আসিয়াছে ঘরে * যাইয়া পৌছিল বুড়ি ধোনায়ের বাড়ি॥ পুছিতে লাগিল সমাচার তাড়াতাড়ি * কোথায় আমার দুখে কহরে

ধোনাই। চাঁদ মুখ দেখে তার পরাণ জুড়াই * কতদিন হইল দুখে আছে কি হালেতে॥ ভালা বুরা সমাচার না পাই শুনিতে * বুড়ির কথায় ধোনা নীচা করে মাথা॥ জওয়াব না দিয়া কহিল কোন কথা * বুড়ি বলে জলদি মোরে কহরে ধোনাই॥ তুমি আইলে দুখে মেরা কেন আসে নাই * দুখের মাতাকে ধোনা কহে এ প্রকার॥ দুখের খবর আমি কি কহিব আর * কাঠ কাটিবারে দুখে গেল জঙ্গলেতে॥ কেদো খালির চরে খায় ধরিয়া বাঘেতে * শুনিয়া ধোনার মুখে দুখের মাতারি॥ পটকান খাইয়া গেরে হায় ২ করি * ছের ঠোকে কান্দে বুড়ি চক্ষে বহে পানি॥ বুড়ি বলে ওরে ধোনা আমি অভাগিনী কাঙ্গালের ধন লিয়া হারালি কোথায়॥ দুখেকে খাইল বাঘে শোনালি আমায় * নয়নের তারা মোর কোথা রেখে আইলি॥ বুকের মাঝেতে তুই কাটারি মারিলি * আমানতে খিয়ানত করিলি আমার॥ ধোনায় কহিয়া এমছা কান্দে জারে জার * পুত্র শোকে কান্দে বুড়ি গড়াগড়ি দিয়া॥ ধোনা মৌলে কহে তার কান্দনা দেখিয়া * কহে আর নাহি কান্দ করহ ছবর॥ খোরাক পোষাক আমি যোগাইব তোর * কান্দিলে না পাবে আর চারা কিছু নাই॥ কত প্রবোধিয়া কহিল ধোনাই * বোধ নাহি মানে বুড়ি কান্দে জারে জার॥ সবে মাত্র এক বেটা আছিল আমার * বুড়ি বলে ওরে ধোনা কি খাওয়াবি খানা॥ আমার মাথায় তুই গিরালি যখমনা * খোয়াক পোষাক মোর হামেহাল দিবি॥ দেলের আগুন মেরা কিসে নেভাইবি * শোকের আগুনে জ্বলে কলেজা আমার॥ দধে বিনা সে আগুন নিভাবে কে আর * ডাক ছেড়ে কেন্দে বলে কোথা গেলি দধে॥ না খাইয়া তোরে লিয়া থাকিতাম সুখে * এইরূপে কান্দে বুড়ি ফেরে বাড়ি ২॥ কানে কালা চক্ষু অন্ধ ক্ষীণ হইল নাড়ী * ধানা পিনা নাহি খায় ফেরে ঘাটে মাঠে॥ কহে বুড়ি ওরে দধে মোর প্রাণ ফাটে কভু কহে যাবার সময় ওরে দুখে॥ তোকে শুপে দিয়ে ছিনু বোন বিবি মাকে * সে থাকিতে খায় তোকে বাঘেতে ধরিয়া॥ বুঝি তারে না ডাকিলি মা মা বলিয়া * কত কথা মনে উঠে বেটার শোকেতে ভুরকুগায় বোন বিবি পারিল জানিতে * অন্তর জামিনী মাতা জানিতে পারিল॥ দুখের মাতার দধে দুঃখিত হইল * কহিলেন বোন বিবি দধের কারণ॥ মা তোমার শোকে করে বিষম রোদন * ধোনা

গিয়া কহিলেন বাঘেতে খাইল॥ কেন্দে তোর জননী পাগলিনী হৈল* উদাসিনী হইয়া ফেরে যেথায় সেথায়॥ দুখে ২ বলে কান্দে খানা নাহি খায়* বিবি বলে যাহ বাবা ঘরে আপনার॥ বুড়ি মাতা কান্দে তোর হয়ে জারে জার* দুখে বলে মা জননী আমি নাহি যাব॥ তোমার খেদমতে সদা সর্বদা রহিব* কি করিব দেশে গিয়া কি আছে আমার॥ তোমা হেন দয়াবতী কেবা আছে আর* তুমি না করিলে দয়া বাঘেতে খাইত॥ তবে দুখে কেমনেতে ঘরেতে যাইত* বোন বিবি বলে বেটা না কর ভাবনা॥ আমি তোর পিঠ পরে আছি পোস্তপানা*যখন ধিয়ান তুমি করিবে আমায়॥ মুহূর্তে যাইয়া দেখা দিবই তোমায়* হয় মছিবতে তোকে করিব উদ্ধার॥ কান্দে তেরা মাতা যাহ ঘরে আপনার* দুখে বলে কোথায় যাইব মা জননী॥ কোথা হইতে আইনু কোথা রাহা নাহি জানি* বিবি বলে আন্দেসা না আছে সে কথায়॥ পৌছাইয়া দিব তুঝে ঘরেতে তোমায়* যাহ কুমীরের পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া॥ দুখে বলে আমাকে সে খাইবে ধরিয়া* রাক্ষসের হাত হইতে করিলে উদ্ধার॥ কুমিরে খাওয়াবে মোরে বুঝি এইবার* বিবি বলে ওরে দুখে কুমিরে না খাবে॥ আমার হকুমে তেরা ঘরে পৌছাইবে* পিঠের উপরে তার হইবে ছওয়ার॥ যেন মোর কোলে রবে ভয় কি তোমার* দুখে বলে তবে মোর আন্দেসা কিসের॥ বসিয়া থাকিব আমি কোলেতে মায়ের* কহে মোহাম্মদ মুনশী আল্লা করি সার॥ বিবি যাকে বেটা বলে ভয় কি তাহার*

কুমীরের মারফতে বন বিবি দুখেকে দেশে পাঠাইবার বয়ান

পয়ার* কাতরেতে কহে দুখে হজুরে বিবির॥ দেখাও আমাকে মা সে কেমন কুমীর* সেকো ২ বলে বিবি ডাকিতে লাগিল॥ তখনি সে দরিয়ায় ভাসিয়া উঠিল* কুমীরে দেখিয়া দুখে এই কথা বলে॥ রাতকালে চড়া বুঝি পড়িয়াছে জলে* এমন কুমীর কোন কালে না দেখিনু॥ আর কার ঠাই কভু কানে না শুনিনু* কেমনে ইহার পৃষ্ঠে হইব ছওয়ার॥ ভাবা গোনা করে এয়ছা দেলে আপনার কুমীর কহিল বাত জবান খুলিয়া॥ কেন মা ডাকিলে মোর কিসের লাগিয়া* বোন বিবি বলে বাছা ডাকিনু তোমারে॥ তেরা এক

ছোট ভাই যাইবে সে ঘরে॥ দুখে নামে ভাই তেরা আছে এথানেতে॥ নাও কিস্তি নাহি দেশে যাবে কেমনেতে * আপনার পিঠ পরে করিয়া ছওয়ার॥ জলদি রেখে এস বাবা দেশেতে তাহার * সেকো বলে ছকুমযা করিলে আমায়॥ দুই তিন ঘণ্টা বিচে পৌছাইব তায় * ছওয়ার হউক দুখে আমার পিডেতে॥ লাহজায় গৌছিয়া দিব বরিজ হাটিতে * বিবী বলে বাচা দুখে দেরী নাহি আর॥ কুমীরের পিঠে যাও হইয়া ছওয়ার * ডর ভয় এক জারা দেলে না করিবে॥ তুরিত তোমায় ঘরে পৌছাইয়া দিবে * বিবীর পায়েতে দখে ছালাম করিল॥ কেন্দে কেন্দে এই বাত কহিতে লাগিল * অভাগাকে পদতলে রাখিও জননী॥ কোনবাতে নাহি যেন ঈঠাই পেরেশানি * বিপদে পড়িলে মাগো লিও উদ্ধারিয়া হতভাগা দখেকে না রহিবে ভুলিয়া * এতেক বলিয়া দখে বিদায় হইল॥ কুমিরে পিটে আথি মুদিয়া বসিল * কুমীর দখেকে লিয়া রপয়ানা হইল॥ হাওয়াকে রাথিয়া পিছে ভাসিয়া চলিল * কুমীরের পিঠেতে চড়িয়া যায় দখে॥ দয়ালু মা বোন বিবী খাড়া হইয়া দেখে * খোনায়ের ঘাটে লিয়া লহজায় পৌয়॥ সেকো বলে দখে ভাই আইনু কোথায় * কোন ঘাটে পৌছিনু ঠিকানা নাহি মেলে॥ শুনে দখে চক্ষু খুলে দেখে হেসে বলে * খোনায়ের কিস্তি ঘাটে দেখিতে পাইল॥ দখে কুমীরের খুব তরিফ করিল * কহিল পৌছায়ে মোরে দিলে ঠিকানায়॥ তিন দিবসে রাহা আইলে লহজায় * বড় বাহাদর তুখে খোদায় করিউ॥ তোমা হেন ভাই দনিয়াতে নাহি ছিল * পাইনু তোমাকে বোন বিবীর কৃপায়॥ সেকো বলে জলদী তুমী উঠ কীনারায় * আনার মারফতে বীবী ভেজীল তোমারে॥ রাহাতাকাইয়া থড়া দরীয়ার ধারে * শুনে দখে তখনী উঠিলকীনারায়॥ ছালাম তছলীম করে কুমীর বীদায় * খবর শোনায় মা বোন বীবীর কাছে॥ আমী গীয়া দেখী মা দখীনী কোথায় আছে * কুমীর রওয়ানা হইল বিদয় হইয়া॥ দখে কেন্দে২ গেল মা মা বলিয়া * পৌছিলল যখন গীয়া ঘরে আপনার॥ দেখে বুড়ী পড়ে আছে হইয়া লাচার * মা মা বলে ডাকে দখে কাতর হইয়া॥ বেহুসে পড়িয়া আছে না দেখে চাহীয়া * চহে নাহি সেজে কানেনা পায় শুনীতে॥ দেখে দখে দর্দ্দ দেলে লাগিল কান্দিতে * ডাকাডাকী করে নাই পাইল চেতন

আখেরেতে করে বোন বিবিকে স্মরণ * এয়ছা ভেবে ডাকে দুখে বোন বিবি মা ॥ কোথা গো মা দয়াময়ী ঠেকিয়াছি দায় * অন্তর ধিয়ানে বিবি মালুম করিল ॥ ল্যাহজায় দুবের কাছে আসিয়া পৌছিল * মৌমাছি হয়ে বসে কাছেতে দুখের ॥ কহিলেন ডাকিয়াছ কিসের খাতির * দুখে বলে দয়ালু মা ডাকি এ কারণ ॥ মা আমার পড়ে আছে হয়ে অচেতন * মা মা বলে ডাকিতেছি জওয়াব না পাই ॥ বিষম মুস্কিলে পড়ে ডাকিয়াছি তাই * কানেতে হইল কালা শুনিতে না পায় ॥ দেখিতে না পায় চক্ষে কি করি উপায় বিবি বলে ওরে দুখে না কর ভাবনা ॥ এক কাম কর তুমি ভাবিয়া রবানা * লইয়া আল্লার নাম চক্ষু ও কানেতে ॥ হাত ফিরাইয়া দেহ পাইবে দেখিতে * শুনিতে পাইবে হুস হইবে বাহাল ॥ এ কথা শুনিয়া বড় হইল খোসাল * একথা বলিয়া বিবি গায়েব হইল ॥ দুখে যে আল্লার নাম মুখেতে লইল * চক্ষে কানে বুড়ির ফেরায়ে দিল হাত ॥ আরাম পাইল বুড়ি আছিল হায়াত * সেই ঘড়ি নড়া চড়া করিতে লাগিল ॥ মা বলিয়া ডাকে তারে শুনিতে পাইল * রওশন হইল চক্ষু বসিল উঠিয়া ॥ ছামনেতে আপনার বেটাকে দেখিয়া * কেন্দে কোলে লিয়া বলে ওরে বাছাধন ॥ এতদিন কোথা ছিলে কহ বিবরণ * ধোনার মুখেতে শুনে মউত তোমার ॥ হায়াত থাকিতে বাকি হইনু মোর্দ্দার * কেদো খালির চরে বাঘে লিয়া গেছে তোকে পাঞ্জার ভাঙ্গিয়া মোর গেছে সেই শোকে * কানেতে হইনু কালা চক্ষে অন্ধ হৈনু ॥ অনাহারে হেথা সেথা কান্দিয়া ফিরিনু * শোকের আগুন মেরা হৃদয়ে লাগিল ॥ তোমা বিনে কে নিভাবে তনু ক্ষীণ হৈল * আরাম হারাম হৈল জানেতে আমার ॥ বক্তগুনে ফিরে আইলি শোকর আল্লার * নেভাইলি গোকানল ডাকিয়া মা বলে ॥ পুত্র বলে জননী গো আছিল কপালে * ভাল বাদে যাহা ২ গোছ রিয়া ছিল ॥ আপনার মায়ে সব শুনাইয়া দিল * বুড়ি বাচাইল তোরে পাক জাত ॥ বোন বিবির নামে ক্ষীর করহ খয়রাত * কুড়ালি গলায় বেন্ধে মাঙ্গ সাত গ্রামে ॥ ক্ষীর পাকাইয়া দেহ বোন বিবির নামে * মায়ের কথায় তবে দেরী না করিল ॥ আপনার গলে এক কুড়ালি বান্ধিল বোনবিবির নামে ভিক্ষা মাঙ্গে সাত গায় ॥ বোনবিবির বুজরগী শোনায় সবাকায় * আমাকে খাইল বাঘে ধোনাই কহিল ॥ ছহি ছালামতে

দুখে কোথা হইতে আসিল* চেনা শোনা লোক ছিল সাথের যাহারা॥ পুছিতে লাগিল বাঘে খাওয়ার মাতেরা * তাদিগে শোনায় দুখে সে সব বয়ান॥ উদ্ধারিল বোন বিবি হৈয়া দয়াবান * সাত গ্রাম মেঙ্গে দুখে যাহা কিছু পাইল॥ চাল চিনি দুধ এনে ক্ষির পাকাইল * গ্রামের ছেলে সব সাথে বোলাইয়া॥ বোন বিবির নাম লিয়া দিল খেলাইয়া * বোন বিবির নাম লিয়া ছেলেরা তামাম * যার যে চ'লয়া গেল আপনার মোকাম* দুধচিনি ক্ষিরের হাজত সেই হৈতে॥ শুরু হৈল আদায় করেন সকলেতে * তাহা বাদে কহে দুখে মায়ে আপনার॥ শোনগো মা কহি আমি হুজুরে তোমার * ধোনা বড় দুক্ষ দিল আমার খাতের॥ ভুলায়ে লেজায়ে দিল মুখে রাক্ষসের * ধোনারের নামে আমি নালিশ করিয়া॥ দাড়াইব হাকিমের দরবারেতে গিয়া * বেড়ি লাগাইব পায়ে বিচারে ধোনার॥ বুড়ি বলে বাবা দুখে না আছে দরকার * লড়াই করিয়া তার সাথে কাজ নাই॥ গরীবের ছেলে চুপ করে থাকা চাই* কোথা পাবে টাকা কড়ি শুনহ বারণ * দুখে বলে বিধির কৃপায় পাইনু ধন * বড়খান গাজি মোরে দিয়াছে কারার॥ সাত জালা ধন ঘরে পৌছাব তোমার * একথা বলিয়া দুখে আপনার মায়ে॥ ডাকে দুখে বড়খানে বাহিরেতে গিয়ে* একবার এস ভাই গাজি বড়খান॥ গরীব দখের পরে হও মেহেরবান * ছিল বড়খান গাজি আপন আসনে॥ জানিতে পারিল দখের মিনতি বচনে* তখনি দখের কাছে আসিয়া পৌছিল॥ কি কারণে ডাকিয়াছ জিজ্ঞাসা করিল * দখে বলে ভাই মোরে দিয়াছ কারার॥ দেহ সেই মাত্যা আছে আমার দরকার * দৌলত পাইলে ঘর বাড়ি বানাইব॥ গাজি বলে কহ ভাই এই ঘড়ি দিব * তালগাছ আছে বাড়ির পুর্বেতে তোমার॥ সাত জালা ধন গাড়া নিচেতে তাহার * নামে ছেকান্দার বাদশা বাপ মেরা ছিল - দনিয়াতে ঠাই ২ দৌলত গাড়িল * এহিক্ষন দিনু তুমে সেই সব ধন॥ রাতকালে তুলে ঘরে আনিবে আপন * মেহনত করিতে তুমে নাহিক হইবে॥ দৌলত তোমার ঘরে আপনি আসিবে * আপনি যাইয়া সেথা হেলা হওয়া চাই॥ বেহেলাতে কোনকাম নাহি হয় ভাই * একথা বলিয়া গাজি গায়েব হইল॥ রাত দিপ্রহরে সুখে কোমর বান্ধিল * কোদালি লইয়া হাতে চলিল সেথায়॥ তালগাছ ছিল যেথা দখের ভিটায় *

যাইয়া সেখানে দেখে নজর করিয়া॥ সাত্ত জালা ধন আছে দেখিল যাইয়া * দেলেত্তে লইয়া খুসি কোদালি মারিল। ঠেকরিয়া উঠে যেন পাষাণে লাগিল * উঠাইতে নাহি পারে হয়রান হইয়া॥ কহিতে লাগিল গাজি গেল ফাকি দিয়া * যা মুলক জানাইব বোন বিবি মাতাকে॥ গাজি ভাই খুব ফাকি দিয়াছে আমাকে * কোদালি লইয়া ফিরে চলিল তখন॥ সেই রাতে যেতে ছিল চোর সাত্ত জন * চোর সব সেই মাত্তা দেখিতে পাইয়া লইল দুখের তারা কোদালি কাড়িয়া * চোরেদের ভয়ে দুখে পলাইয়া যায়॥ সেই সব চোর ধন আসিল যেথায় * মাটি খুদে সাত্ত জালা মাল নেকালিল॥ দেখিবার তরে তার সরপোস খুলিল * জালা ভরা সাপ সব ফোস ফোস করে সাত্ত জন চোর ছিল পলাইল ডরে * বহে সব আদাওত্তি যত সে দুখের॥ মত্তলব করিয়া ডালে মুখেত্তে সাপের* সরল মা আছে দখে খোলাসা করিয়া॥ এখন এ সব সাপ আমরা লইয়া* যাইয়া দখের ঘরে ফেলিয়া আসিব॥ সে যেমন খল তার প্রতিফল দিব* দখেকে খাওয়াব সাপে মত্তলব করিয়া॥ সাত্তজনে সাত্তজালা মাথায় করিয়া * রাত্রিতে দখের বাড়ি সাত্তজনে সাত্তনে সাত্ত জালা মাথায় করিয়া * রাত্রিতে দখের বাড়ি সাত্তজনে যায়॥ সাত্তজনা পৌছিল দখের দরজায় * গালি দিয়া সাত্ত জনা গিরায় দখের বাড়ি॥ বলে এই লেহ তেরা টম সাত্ত জাড়ি * রাখিয়া ভাগিয়া গেল সাপের ভয়েত্তে॥ সরপোষ ঢাকিয়া দিয়া জালার মুখেত্তে সাত্তজনা চোর মাত্তা ঘরে লয়ে দিল॥ দখের মা দখে দেখে খুসিত্তে ভরিল* সাত্ত জাড়ি ভরা ছিল কিমমত্তি গওহরে॥ মায়ে বেটা আক পাক করে রাখে ঘরে*সারা ভারত্ত উমমরেত্তে নাহি দওলত্ত দেখিল৷ মাত্তা পেয়ে মায়ে বেটায় হাসিতে ফুলিল * গরীব আছিল পেয়ে হইল নেহাল॥ পাইল বাদশাই মাত্তা হইয়া কাঙ্গাল দখে বলে শোন মাত্তা বিশেষ খবর॥ বোন বিবির কৃপা হইল আমার উপর * গরীব আছিনু আল্লা হৈল মেহেরবান॥ খোদা যাকে রাজি তার মেটায় আরমান * বোন বিবি মেয়া পরে আছেন মদত্ত॥ ধন পাইনু পহেলা বানাই এমারত্ত * এয়ছাই মত্তলব দখে দেলে ঠাহরিল। দক্ষিণা দেওয়ের হুরে ইয়াদ করিল * মালুম পাইল দেও আছিল খাড়িত্তে॥ দখের নিকটে রায় পৌছে সেত্তাবিত্তে * কহে কেন দখে ভাই ডাকিলে আমায়॥ কহিত্তে লাগিলে দখে শোন ভাই তায় * এরাদা হয়েছে বানাইতে

এমারত ॥ কড়ি কাঠ নাহি আছে হইবে কিমত * কাষ্ঠ আদি লাগে যাহা দিবেন আমায় ॥ না আছে আন্দেসা কিছু আছি ভরসায় * দেও বলে জঙ্গলে মেরা কাষ্ঠ বেশুমার ॥ তিন লক্ষ জমা আছে ভাবনা কি তার * পাঠাইয়া দিব পাপে ঘরেতে বসিয়া ॥ একথা বলিয়াগেল বিদায় হইয়া * ভূত প্রেত দেও দানব যত তার ছিল ॥ সবাকে দক্ষিনা দেও বোলাইয়া লিল * কহিল দুখের বাড়ি যাহ কাঠ লিয়া ॥ দেওয়ের হুকুম তারা এরূপে পাইয়া * নদীতে ভাসায় কাষ্ঠ ভাসাইয়া দিল ॥ উজান ভাসিয়া কাঠ ভাসিয়া চলিল * পৌছিল দুখের ঘাটে লাহজায় বিচেতে ॥ পানি হইতে তুলে রাখে দুখের বাড়িতে * পর্বতের মত খুব উচা ঢাল হৈল ॥ দেও দান ভূত প্রেত বিদায় হইল * তখন ভাবিল দুখে দেলে আপনার ॥ মাল মাত্তা কাষ্ঠ আদি হইল তৈয়ার * এখন কোথায় পাব ছুতার মিস্তির ॥ ভাবিয়া তাহার দিশা করিতে না পারি * তখন ইয়াদ করে বোন বিবী মায় ॥ কোথা গো মা বোন বিবী ডাকে উভরায় * দয়াময়ী দয়ার সিন্ধু দেখা দাও মোরে ॥ বিপদে পড়েছি এসে ত্বরাও দাসেরে * তুরকুণ্ডায় ছিলবিবী ধ্যানেতে জানিল ॥ দুখের স্মরণে তার আসন হেলিল * আসিয়া পৌছিল বিবী নিকটে দুখের ॥ কহিলেন ডাকিয়াছ কিসের খাতের * বলে দুখে মা জননী কি বলিব আর ॥ কোঠা বালাখানা আমি করিব তৈয়ার * মনে করিয়াছি বানাইব ইমারত ॥ হৈতে পারে যদি হয় তোমার মানত * রাজও মজুর আমি পাইব কোথায় ॥ দয়াবন্তি মৈা কহ তালার উপায় * বোন লিবী কহে যাদুরায় হস-মন্দ ॥ এ কামের উপযুক্ত জানে নানা ফন্দ * আপনা দেওয়ন তুমি তাহাকে করিবে ॥ হুকুম করিবে যাহা আমলে আনিবে * রাত্ত কাল কব আমি স্বপনে তাহায় ॥ ফজরে হাজির হবে তোমার ডেরায় * এ কথা বলিয়া বিবী বিদায় হইল ॥ যাদু রায় রাতকালে স্বপন দেখিল স্বপনে দুখের হাল দিল বাতাইয়া ॥ আওল আখের তক খোলাসা করিয়া * আমি সখা হৈয়া তার মাল মাত্তা দিনু ॥ দেশের বিচে তারে চৌধুরি করিনু * তার কাছে গিয়া তুমি হইবে দেওয়ান ॥ বানা ইবে ইমারত তালাব বাগান * পছন্দ মাফিক সব খান আমিরানা ॥ ঠাট বাট কর সব বাদসাই ছামানা * না কর এনকার তারে গরীব

বলিয়া॥ হুকুম বরদার রবে চাকর হইয়া * জানিয়া না করিতে চাহ তার তাবেদারি॥ তাহালে খারাবি তেরা হইবে ভারি * জান বচেো সহ তবে নিষ্টনিয়াদ করিব॥ নিজে না বাচিব তোমে বাঘে খাওয়াইব যাদুরায় এইরূপ স্বপন দেখিল॥ বোন বিবীর পরিচয় শুনিতে চাহিল * বিবী শরিচয় সব দিল আপনার॥ শুনিয়া বিবীকে করে ছালাম হাজার * ফজরেতে ঘুম হৈতে হখন লঠিল॥ স্বপনের কথা সব জাহের করিল * দুখের হজুরে যাদু'য় এজরেতে॥ যইয়া ছালাম করে বড়া তাজিমেতে * স্বপনেতে মোন বিবী যা কিছু কহিল॥ দুখের হজুরে সব বয়ান করিল * দুঘে কহে যাদুরায় টাকা কড়ি লেহ॥ আমার সংসারে ম্যানেজার হৈয়া রহ * দেওয়ন হইয়া মেরা দেহ কাজ কাম॥ সব কাম তোমা হইতে হইবে আঞ্জাম * দাগাবাজি কর যদি কহিব বিবীকে॥ উচিত সাজাই তিনি করিবে তোমাকে * কোঠা কালাখানা কর পছন্দ মাফিক॥ বানাইবে আমিরানা শান সব ঠিক * নওকর চাকর আদি খেদমত গোজার॥ মিস্তিরি মজুর ইটা চুন টরকী আর * যাদুরায় দুখের হকুমে মাত্তা লিয়া॥ দরকার মাফিক লোকজন মাঙ্গাইয়া * ফরমাইস মোতাবেক বানাইয়া দিল॥ যেখানে যা আবশ্যক সকলি করিল * বাগিচা তালাব ছিল পোক্তা বালাখানা॥ বানায় কাছারি ঘর সান আমিরানা যইতে আসিতে পাকা রাস্তা বানাইল॥ বাদশাই ওছন্দি হাওয়া খানা বানাইল * পিয়াদা দরওয়ান তার চাকর নকর॥ খাজাঞ্চি গোমস্তা রাখে কোটাল বিস্তর * ছেপাই লস্কর থাকে বান্ধিয়া হাতিয়ার॥ দোহাই ফিরিয়া গেল দুখে বাদশার * যেথা সেথা হৈতে এসে রায়েত বসিল॥ টাকা কড়ি দিয়া ঘর বানাইয়া দিল * দুখের রাজতে প্রজা থাকে আরামেতে॥ বিনা খাজনায় বাস করে গরীবেতে তাবেদার হইল যতেক জমিদার॥ ফাজেল মৌলবী কাজি করেন বিচার * রায়েত প্রজার করে হক আদালত॥ তাকত না ছিল কার করে হেমাত * আদালত করে দুঘে তক্তে দিয়া বার॥ সকলেতে রাজি রহে তজবিজে তাহার * দেওয়ান মুছদ্দি খাছ আর ছিল যত॥ কেহ বৈসে কেহ খাড়া মোরত্তবার মত * সকলেতে রজু থাকে যার যে কামেতে॥ হুকুমের এন্তেজার রহে সকলেতে * হাসমত দবদবা খুব দুখের হইল॥ যে কেহ দুস্মনি ছিল ডরে ডরাইল

পেচস্তাব খায় ধোনা খবর শুনিয়া॥ মোহাম্মদ মুনশী কহে এলাহি ভাবিয়া *

* দুখে শাহার বিবাহ হইবার বয়ান *

পয়ার * বক্ত যার বোলন্দ করেন কারজ্জাজ॥ হর এক বাতে সেই হয় ছরফরাজ * হাজার দুস্মন কিছু করিতে না পারে॥ আপনার হাছাদে আপন পুড়ে মরে * দুখের একবাল আল্লা বোলন্দ করিল॥ বোন বিবী তার পরে সহায় আছিল * পাইল গায়েবি মাত্তা কাঙ্গাল হইয়া॥ দুখের নছিব আল্লা দিল বাড়াইয়া * খোদার মেহের দুখে বাদশাই পাইল॥ আদল এনছাফ কাম করিতে লাগিল * একদিন বসে দুখে কাছারি করিয়া॥ আছিল তামাম লোক হাজের হইয়া * দেশের রইছ লোক দুর দুর হইতে॥ কত সত আসিত মুখের মোলাকাতে * বিদায় হইল তারা ছালাম করিয়া॥ ধোনা মৌলে নাহি আসে দেখিল বুঝিয়া * আপনা দেওয়ানে দুখে বলে গোশ্বা হৈয়া॥ ধোনা মৌলে নাহি আসে দেমাগ করিয়া * এখনি ভেজিয়া দেহ পিয়াদা দরওয়ান॥ ধোনাকে ধরিয়া আন করিল ফরমান * যাদু রায় দুখের হুকুম এমছাই পাইল॥ দগ বিশ পিয়াদা চাপরাশি পাঠাইল * বিশেষ উত্তরে ত্রিশ কোমার বান্ধিয়া॥ ধোনায়ের বাড়ি সব চলিল কুদিয়া * ধোনাহের বাড়ী পৌছে কতক্ষন বাদ॥ ছেপাই সাস্কি দেখে শুনিল প্রমাদ * দুখে সাহার হুকুম হইল এ প্রকার॥ ধোনাকে ধরিয়া আন করে গেরেপ্তার * থর থর কাঁপে ধোনা দুখের ভায়েতে॥ মাইতে চলিয়া পড়ে জানের ডরেতে * চেলা চোপদার আনে ধোনাকে ধরিয়া॥ দরবারের মাঝে দিল হাজির করিয়া * দরবারের ছোভানাত দোখিয়া ধোনাই॥ হাসমত দবদবা দেখে করে হাই ফাই * দুখের চেহারা গেছে বদল হইয়া॥ তক্ত পরে আছে যেয়ছা আমির বসিয়া * দুখের রওনাক দেখে হয়বতে রহিল॥ আবেতে ছের ঝুকে ছালাম করিল * সরমেতে খাতিয়েতে ছের নীচা করে॥ দুখে বলে চাচাজিগো বৈস কুরছি পরে * মনে পড়িয়াছে বুঝি কেদো খালির কথা॥ চাচাজিগো তাই নিচা করিতেছ মাথা * হাযাত আছিল বাকি ফজলে আল্লার॥ তাই দেখা হইল চাচা সঙ্গেতে তোমার * জাহানে তোমার মত না আছে নিদযা॥ দেল

চাহে লেই তেরা ছের উত্তারিয়া * ধোনা বোলে শুনে ভয়ে কাঁপে থর থর * মাফ কর বলে গেরে কদম উপর * ধরিয়া দুখের পায়ে মাফ চাহে ধোনা॥ না বুঝে করিনু খাতা মাফ কর গোনা * ধোনায়ের বুরা হাল দেখিয়া সকলে॥ মিনতি করিয়া কত যাদ রায় বলে * ধোনা এক কাজ করিয়াছে না বুঝিয়া॥ নছিবের ফলাফল গিয়াছে বিতিয়া * এখন কছুর মাফ করেন ধোনার॥ এমত তকছির কভু না করিবে আর * গোজারিয়া গেছে যাহা না করিবে মনে॥ ধোনায়ের অছিলাতে গিয়াছিলে বনে * বোন বিবী সখা হইল হাসমত পাইলে॥ দরবারের লোক এয়ছা কহিল সকলে * দুখে সাহা দেলেতে বুঝিয়া আপনার॥ মাফ করে দিল খাতা যে কিছু তাহার * কহিল চলিয়া যাহ মাকানে আপন॥ আমার হুজুরে থেকে নাহি প্রয়োজন * এ কথা যখন ধোনা শুনিল কানেতে॥ বিদায় হইয়া ভাগে উঠিতে পড়িতে * মাকানেতে গিয়া ধোনা লিল থোড়া দম॥ মনে ভাবে এর হাতে না রবে ভরম * না আছে দুখের হাতে বাচাও আমার॥ এজ্জত শরম মেরা বাচাইবা ভার * এখন ছাড়িয়া দিল লোকের কথায়॥ মারিবে আমাকে দুখে দেলের গোস্বায় * কেদো খালির কথা যখন মনেতে পড়িবে॥ গোস্বা হইয়া তখনি আমাকে বোলাইবে * এ কথা ভাবিয়া ধোনা দেলে আপনার॥ ঠাহরিতে নাহি পারে তদবির তাহার * তাহা বাদে সেইদিন গেল গোজারিয়া॥ রাত্রে ধোনা অনাহারে রহিল পড়িয়া * সাত পাচ ভাবে দেলে বেইয়াদ হইল॥ কাতর হইয়া বোন বিবিকে ডাকিল * কোথা গো মা বোন বিবী হইয়া সহায়॥ এসে দেখ দুখের হাতে ধোনাই মারা যায় * ডাকিতে ডাকিতে ধোনার চক্ষে নিন্দ আইল॥ অচেতন হইয়া ধোনা ঘুমায়ে পড়িল * দয়ার সাগর বিবী মালুম পাইয়া লাহুজায় ধোনার কাছে পৌছিল আসিয়া * স্বপন দেখায় বিবী বসে ছিরানায়॥ শোন বে-আক্কেল ধোনা কহি যে তোমায় * দুখের হাতে প্রান যদি বাচাইতে চাহ॥ দুখের সাথে আপনার বেটী বেহা দেহ * দুখেকে ডিঙ্গায় লিয়া যাবার পুর্বেতে কারার করিয়া এয়ছা ছিলি তার সাথে মহল হইতে ফিরি ঘরেতে আসিয়া॥ সাদী দেলাইব তেরা টাকা কড়ি দিয়া * এখন গর্দ্দানে তেরা আছে সে কারার॥ বেটি বেহা দিয়া জান বাচাও তোমার *

কারার আদায় হবে জান বাচাইবে॥ দুখের সহিত মিল খেলাফ হইবে * বাত যদি নাহি মান জানিবে আখেরে॥ দুখে শাহা কাটিয়া লইবে তেরা ছের * স্বপন দেখায়ে বিবি অদৃশ্য হইল॥ নিন্দ টটে গেল ধোনা ফজরে জাগিল * বোন বিবি দুখেকে স্বপনে কহে ইহা॥ শোন ওরে দুখে বাছা কহি আমি যাহা * তোমার বাড়িতে ধোনা পৌছিবে আসিয়া॥ তাহার বেটিকে তুমি কর সাদী বিয়া * কবুল করিবে চামপা নামে তার বেটি॥ হোরত না করিবে পরিপাটি * খবরদার ধোনাকে এনকার না করিবে॥ তাওাজ্জা করিয়া খাতিরেতে বসাইবে * স্বপন দেখায়ে এয়ছা গায়েব হইল॥ বেহানেতে দুখে সাহা দরবারে বসিল * ওখানেতে ধোনা মৌলে ঘরে আপনার॥ স্বপন দেখিল যাহা করিল প্রচার * দেলাব চামপার বিয়া দুখের সহিতে॥ সকলে হইল রাজি ভরিল খুসিতে * বিবাদ মিটিয়া যাবে হইবে প্রণয়॥ এগানা আপন লোকে তখনি বোলায় * নামি নামি লোক আপনার সাথে লিয়া॥ দুখের দরবারে ধোনা পৌছিল যাইয়া * ছালাম আলেক সবে করিল দখেকে॥ খাতির করিয়া খুব বসায় সবাকে * কহিতে লাগিল ধোনা বাদেতে তাহার॥ শোন বাবা দখে আছে পয়গাম আমার * তেরা সাথে ছিল মেরা কওল কারার॥ জংগল হইতে এসে ঘরে আপনার * আপন খঁরচে তেরা দিব সাদি বেহা॥ আদায় করিব সে কারার ছিল যাহা * আজ্ঞাম হইত কত আওকত মাফিক॥ এখন মোরতবা তেরা বাড়িল অধিক * বোন বিবী দিল মোরে এখানে ভেজিয়া॥ মেরা এক লাড়কি দিব তোমাকে শুপিয়া ভালা বুরা দেহ তুমি একথার রায়॥ দখে কহে রাজি আমি আছি সে কথায় * বোন বিবি রাজি হৈয়া আমাকে ভেজিল॥ সে কথা আমাকে বিবি জানাউল * দেল জান হৈতে রাজি আছি সেই বাতে॥ আদাওত গিয়া দিস্ত হবে তেরা সাতে * শুনে ধোনা মনে দেলে বড়া খুসি হৈল॥ বিবাহের দিন ধার্য করিয়া লইল * লগন বাঁধিয়া লিল সেই দিবসেতে॥ ফলানা দিবসে যাবে বিবাহ করিতে * টোনায়ের বাড়ি নওশা যাবে লোক লিয়া॥ বিদায় হইল এই ব্যবস্থা করিয়া * ধোনা মৌলে আসিয়া ঘরেতে আপনার॥ সাদির ছামানা সব করিল তৈয়ার * এখানেতে দখে সাহা খুসিতে

ভরিয়া॥ আপনার মাকে সব দিল শোনাইয়া॥ বেটার শাদীর বাতে আল্লাদ বুড়ির॥ চলিল দুখের বাড়ি তুফান খুসির* গান বাজা রাগরং হইতে লাগিল॥ বান্দি দাসী সকলেতে আমোদ মাতিল * যাদু রায়ে দুখে শাহা লিল বোলাইয়া॥ সাদির ছামানা কর দিল ফরমাইয়া * হুকুম মাফিক কর সাদির ছামানা॥ বানায় নওবত খানা শান আমিরানা * ঠাই ঠাই সামিয়ানা লটকাইয়া দিল॥ দেশের তাবায় লোকে খানা খেলাইল॥ রোজ রোজ তামদারি দুখের বাড়িতে॥ খায় পেয় নাচে গায় বিষয় খুসিতে * নওবতের বাজা বাজে যার বহদুর॥ মোহিত হইল লোক শুনে তার সুর * খেস কুটুম্ব যত ছিল আসিয়া পৌছিল॥ দখের মাকান ভারি গুলজার হইল * বিবাহের দিনে লোক জমে বেশুমার॥ দখে সাহা দলা সেজে হইল তৈয়ার* সোনার চৌদলে বর যাইয়া বসিল বিষম ধুমেতে সাদি করিতে চলিল* বরযাত্রি পৌছে গিয়া ধোনা য়ের বাড়ি॥ লোক জন বসাইতে করে তাড়াতাড়ি * ধোনার মোজলিস খুব গোলজার আছিল॥ লোকজন সবাকে তাজিমে বসাইল খাতের তওাজ্জা খুব করে সবাকার॥ তামুক দস্তুর মত চলিল হোক্কার * তাহা বাদে গোলাপি সরবত পেলাইল॥ বাদে তার কোরমা পোলাও খেলাইল . খুসি খোসালিতে হয় গান বাজনা॥ নাচে বাইওালি খেমটা গায় গান নানা * তামাসাতে গেল রাত ফজর হইয়া॥ সাদি পড়াইতে মোল্লা পৌছিল আসিয়া * গাওয়া সাক্ষী দিয়া নেকা পড়াইয়া দিল॥ মোজলিসের লোক মোবারক বাদি দিল * দখেকে শুপিল ধোনা বেটি আপনার॥ খসিতে মোহিত হইল অন্দর বাহার * দেহাজ যৌতুক ধোনা বেশুমার দিল মহা ধুমধামে নওশা বিদায় হইল * ধোনার লাড়কিকে দখে বিবাহ করিয়া॥ আপনার মাকানেতে পৌছিল আসিয়া * বান্দি দাসী সকলেতে আমোদে মাতিল॥ বহুকে বুড়ির কোলে বসাইয়া দিল* বুড়ির আল্লাদ খব হইল সে ওক্তে॥ বহুকে পাইয়া যেন বৈসে রাজ তক্তে * যতনের ধন পেয়ে মুখে বোছা॥ দোওয়া করি থাক মাতা চিরজিবী হৈয়া* তাহা বাদে দখে শাহা হইয়া খোসাল॥ খয়রাত করিয়া দিল বেশুমার মাল * রায়েত সবাকে দখে করে সায়ফরাজ॥ মাফ করে করে দিল তিন সালের খেরাজ*

গরীব কঙাল খুব নেহাল হইল * বোন বিবী নামে খুব খয়রাত করিল * কাতরেতে ডাকিতে লাগিল মা বলিয়া॥ বোন বিবী ধিয়ানেতে জানিতে পারিয়া * শ্বেত মাক্ষি হইয়া দুখের কাছেতে পৌছিল॥ কেন বাছা ডাকিলে বলিতে লাগিল * দুখে বলে মা জননী তোমার কৃপায়॥ চৌধুরী করিয়া তুমি দিয়াছ আমায়* তোমার কৃপায় আমার হইল কোঠা বাড়ী॥ বিবাহ দিলেন মোরে ধোনায়ের বাড়ী॥ বহু দেখে যাহ মাতা আসেন আপন॥ বিপদে রাখিও পদে করিলে স্মরণ * বহু দেখে বন বিবি রওয়ানা হইল॥ ভুরকুণ্ডায় আপনার আসনে বসিল * দুখে সুখে রহে সদা ফজলে খোদার॥ আদল এনছাফ করে রায়েত প্রজার * দুখের তকলিফ কোন বাতে না রহিল॥ এখানে কাহিনী লেখা তামাম হইল * তেরোশ পাঁচ সাল বারই ফালগুণে॥ কলমে বিদায় করিলাম ভেবে গুণে * বলে মোহাম্মদ মুনশী জনাবে সবার॥ ভুরসুট কানপুরে বসতি আমার * ছেজদা শোকর মেরা দরগায় খোদার॥ খায়ের করিল আল্লা এ বাতে আমার * আমি কিছু নাহি জানি সায়েরি করিতে॥ এলেম না আছে মোর আলেফ বে পড়িতে * যদিও লিখিনু কেচ্ছা খাহেস দোস্তের॥ দিন দুনিয়াতে আল্লা করেন খায়ের * আল্লা পাক আমায় যদি তরান হাসরে॥ আমি অতি গোনাগার খোদার দরবারে * হামেসা দরগায় এয়ছা করি মোনাজাত॥ হাসরেতে পাই যেন নবীর সাফাত * দখল না আছে মেরা এই এলেমেতে॥ সারিয়া লইবে আপনার বুজরগিতে*

* সমাপ্ত *